

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI

code:19

Unit - 2**Sub Unit - 1****০১**

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাগীতির আবিষ্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি। শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নয়, নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে এই পদগুলি অমূল্য চর্যাগীতিকোষ পুঁথিখানি আর তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুঁথি (সরহপাদের দোহা ও অদ্বয়ব্রজের সংস্কৃতে রচিত ‘সহজাম্মায় পঞ্জিকা’ নামে টিকা, এবং কৃষ্ণচাচর্যের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে ‘মেখলা’ নামক টিকা) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ‘হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩১৬)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যরা চর্যাগীতি গুলি রচনা করেছিলেন। প্রথম পুঁথি চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের ভাষাই। বাংলা, বাকীগুলি অপভ্রংশ ও অবহট্টে রচিত। অনেকে চর্যাগীতিগুলির ভাষাকে বাংলা ছাড়া অপর একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বলে মনে করেন। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা যে প্রধানত এবং মূলত বাংলা তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সূনিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর “Origin and Development of the Bengali Language” গ্রন্থে। বৈষ্ণবতত্ত্ব না জেনেও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য থেকে যেমন মর্ত্য মানবমানবীর চিরন্তন প্রেমের মধুর রস উপলব্ধি করা যায়, তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্ব না জেনেও সমকালীন মানবজীবন, সমাজচিত্র, ইতিহাস, ভাষা ভৌগলিক পরিচয় প্রভৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। চর্যাগান গুলি বাংলা সাহিত্যের আদিমস্তরের সাহিত্য নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়াতে প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান রয়েছে।

abf

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কৃত হয় বাংলার বাইরে রক্ষিত নেপালের রাজকীয় গ্রন্থভান্ডারে।
২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৮ সালে ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ fœLju "h%ai joi Evf(Š' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেখানে বাংলাকে হিন্দীর পূর্বী শাখা থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে ŋcŋfŋal lQejhmŋ কথা বলেছেন।
৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির সন্ধান করে ১৮৮২ সালে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal নামে একটি পুঁথির তালিকা প্রকাশ করেন।
৪. MœVu ehj - দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্বভারতের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজচিত্র ও অন্তর্জীবনের fŋlQu এই পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।
৫. পুঁথির প্রথমে নাম ছিল ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’Z
৬. ŋai af AehjC - পুঁথির সূত্রে পুঁথির যে নাম জানা যায় সেই ‘চর্যাগীতিকোষ বৃত্তি’ নামটিই পুঁথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে Nŋe LIj kjuz

৭. চর্যাসংগ্রহটিতে সবসময়ে একাধিক গান ছিল। তার মধ্যে একটি টীকাকার ব্যাখ্যা করেননি বলে তা অসংখ্যাত এবং পুঁথিতে Aeðaz পুঁথির মধ্যকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের শেষাংশ অপ্রাপ্ত। পুঁথিতে সর্বসময়ে সাড়ে ছেচল্লিশটি গান পাওয়া গেছে। টীকায় আরো চারটি পদের টুকরো পাওয়া গেছে।
৮. মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়।
৯. সাধারণভাবে লুইপাদকেই আদিসিদ্ধাচার্য বলে মনে হয়। কিন্তু আচার্য রাহুল সাংস্কৃতায়ন লুইপাদের পরিবর্তে সরহপাদকেই BœpÛjQ;klhnhjI frfjaZ
১০. চর্যার ভাষার প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই দুটি করে অর্থ বর্তমান, একটি অর্থ বাহ্য বা লৌকিক, অপরটি গূঢ় এবং পারিষিক, যা HLjje দীক্ষিত সাধকদেরই অবগত।
১১. মুনিদত্তের টীকা অনুসরণ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘সম্বাভাষায় লেখা’Z

নিম্নে কোন পদকার কোন চর্যগীতি রচনা করেছেন এবং কোন রাগে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :-

পদের প্রথম লাইন	fcLjI	IjN	fcprMŁj
LjB al hI fā ðsım	mŁfjC	fVj " IŁ	1
cŁm cŁj fVj dle e S;Cz	LŁŁŁ fjC	Nhsj	2
এক সে শুভিনী দুই ঘরে সাক্ষা।	ŁI B fjC	Nhsj	3
œA—। চাপী জেইনি দে অক্ষবালী।	...ālŁfjC	Al	4
ভবনই গহন গম্ভীর বেঁগে বাহী।	..." IŁ fjC	...SŁŁ	5
কাহেরে যিনি মেলি আচ্ছ কীস।	i pŁŁ fjC	fVj " IŁ	6
আলিএ কালিএ বাট রঞ্জেলা।	LjqŁfjC	fVj " IŁ	7
সোনে ভরিলী করুনা নাবী।	LjŁŁfjC	দেবকী	8
এবংকার দৃঢ় বাখোড় মো—Ez	LjqŁfjC	fVj " IŁ	9
নগর বাহিরে ডোষি তোহোরি কুড়িআ।	LjqŁfjC	দেশাখ	10
নাড়ি শক্তি দিচ্ ধরিঅ খে—Z	LjqŁfjC	fVj " IŁ	11
করুনা পিহাড়ি খেলই নয়বল।	LjqŁfjC	°i IŁŁ	12
œanle ejŁŁ ŁA AVLj jIŁ	LjqŁfjC	কামোদ	13
গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।	ডোষীপাদ	depŁ	14
অসম্মেঅন সরুঅবিআবেতে AmLŁŁmLŁŁe e S;Cz	njŁŁ fjC	IjŁŁŁ	15
তিনিও পাটে লাগেলি রে অনহ কসন 0e NjSCz	j qŁŁ fjC	°i IŁŁ	16
সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।	hŁŁfjC	fVj " IŁ	17
তিনি ভুঅন মই বাহিঅ হেঁলে।	Lœ·hSŁ fjC	NEsı	18
ভব নির্ঝানে পড়হমাদলা।	Lœ· fjCej	°i IŁŁ	19
qyE œeljpŁ Mje pjDz	LŁŁŁ fjC	fVj " IŁ	20
œœp AâjIŁ j pI Qjiz	i pŁŁ fjC	hljŁŁ	21
অপনে রচি রচি ভব নির্ঝানা।	plqŁfjC	..." IŁ	22
জই তুমহে ভুসুকু অহেরি জাইরে j jIŁ qp f' Sej 24 J 25 Mœäa	i pŁŁ fjC	hsjŁŁ	23

জো মনগো এর আলাজালা।	Liq²fic	j jmpf	40
আই এ অনুঅনা এ জগরে ভাংতি এ সো পড়ি হাই।	i p²fic	... "lf	41
চিঅ সহজে শুন সংপুন্না।	Liq²fic	কামোদ	42
সহজ মহাতরু করিঅ এ তৈলো এ।	i p²fic	h%gm	43

Sub Unit - 2

নৈলোল্লাস

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গভীর সমুদ্রের নাবিক পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৯) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র - বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি প্রাচীন বাংলার তুলোট কাগজ লেখা।

১৩২২ বঙ্গাব্দে পরিষৎ পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন ও লিপিতত্ত্ব বিশারদ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় দুজনে মিলে পুঁথিটির লিপি বিচার করে এটিকে অতিশয় পুরাতন বাংলা আখ্যানকাব্য বলে নির্ধারিত করলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রীঃ) বসন্তরঞ্জন মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই বৃহৎ পুঁথিটি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ নামে প্রকাশিত হল।

‘নৈলোল্লাস’ Lব্যের রচয়িতা বড় চন্ডীদাসকে ঘিরে অজস্র বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে -

- (১) বড় চন্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী কবি।
- (২) চৈতন্যদেবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আশ্বাদ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল না।
- (৩) fçjhmfl QäfcjpJ hs†Qäfcjp HLC h†ēš² eez তবে সমকালীন হতে পারেন।

houhŪx- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটির বিষয়বস্তু মোট তেরোটি খন্ডে বিভক্ত। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’র অনুকরণে রচিত গীতিনাট্যধর্মী এই কাব্যের বিষয় হলো কৃষ্ণ এবং রাধার পারম্পরিক সম্পর্কের আকর্ষণ - বিকর্ষণের ইতিহাস। জন্মখন্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত মোট তেরোটি খন্ডের বিষয় বিন্যাস নিম্নরূপ :-

১. জন্মখন্ডে পৃথিবীর ভার হরনের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। পদসংখ্যা - 9
২. তাম্বলখন্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবন্যের কথা শুনে কৃষ্ণকর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ সূচক তাম্বুলাদি প্রেরণ। পদ সংখ্যা - 26
৩. দানখন্ডে রাধালাভের জন্য কৃষ্ণের দানীরূপ গ্রহণ ও রাধাকৃষ্ণের মিলন। পদসংখ্যা - 112
৪. নৌকাখন্ডে কৃষ্ণের কান্ডারী বেশ ধারণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনা বিহার। পদসংখ্যা ২৯
৫. ভারখন্ডে ভারবাহী রূপে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার পসরা বহন। পদসংখ্যা - 28
৬. ছত্রখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্রধারণ। পদসংখ্যা - 9
৭. বৃন্দাবন খন্ডে গোপীগনসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও শ্রীরাধার সন্তোগ (রাসলীলা)। পদসংখ্যা - 30
৮. কালীয়দমন খন্ডে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের জন্য কালিন্দী জলে অবতরণের পর কৃষ্ণের জন্য রাধিকার রোদন ও আক্ষেপ। fcpwMfj - 10
৯. যমুনাখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগনসহ জল বিহার ও বস্ত্র হরন। পদসংখ্যা - 22
১০. হারখন্ডে কৃষ্ণকর্তৃক রাধার হার অপহরন, যশোদার কাছে রাধার অভিযোগ। পদসংখ্যা - 5
১১. বানখন্ডে সম্মোহন বানে কৃষ্ণের রাধিকাকে মোহিত করা। পদসংখ্যা - 27
১২. বংশীখন্ডে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার উৎকণ্ঠা রাধার বংশীহরন, কৃষ্ণের কাকুতি, রাধার বংশী প্রত্যাপর্ণ। পদসংখ্যা - 41
১৩. বিরহ এবং কৃষ্ণ j b†j Njez fcpwLfj - 68

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীর সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হল :-

Seġ Mä x- ৮টি পূর্ণ ও প্রথমাংশের একটি পদের ছিন্ন অংশ নিয়ে মোট ৯ টি পদ আছে জন্মখন্ডে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াইর জন্ম পরিচিত জ্ঞাপক অধ্যায় এই জন্মখন্ড। কৃষ্ণের জন্মের মূল কারন কংসবধ। সমকালে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের দূতী হিসেবে কূটনী চরিত্রের (বড়াই) যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল বড়ভূদাসের কাব্যে তারই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় কূটনী চরিত্রের এ জাতীয় বর্ণনা নিঃসন্দেহে মহায়ক।

aġōm Mä x- পদ সংখ্যা ২৬ (এর মধ্যে) ২টি খন্ড পদ আছে। ১০ এবং ১১ সংখ্যক। মূল কাহিনী এই খন্ড থেকেই। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার গীতিনাট্যের এই খন্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আছে দুটি চরিত্র কৃষ্ণ ও বড়াই। রাধিকার উপস্থিতি শেষ অংশে। বড়ায়ির তত্ত্ববধানে রাধা গোপনারীদের সঙ্গে বনপথ দিয়ে মথুরা নগরীতে দুখ দুই বিক্রি করতে যায়। বড়ায়ি নাতনীকে (অর্থাৎ রাধাকে) খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণের কাছে তার রূপের বর্ণনা দেয় তা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পরে যান। কৃষ্ণের দেওয়া পান ফুল রাধাকে দিয়ে কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের কথা জানাল। রাধিকা তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কামাহত কৃষ্ণ ও অপমানাহত বড়াইর মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এই অসহায় বালিকা যুবতী রাধা। এর পর শুরু হয়েছে দানখন্ডের ঘটনা।

cjeMä x- দানখন্ডের পদ সংখ্যা ১১২। এর মধ্যে খন্ড পদের সংখ্যা - ৬। চরম নাটকীয়তায় পূর্ণ এই খন্ডই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দীর্ঘতম অধ্যায়। মথুরার পথে বড়াই নিয়ে এলো ঘৃত দধির পসরা বাহিকা গোয়ালিনী রাধিকাকে। মূল বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় একটিই - রাধিকাকে কৃষ্ণ বারবার সন্তোষের জন্য আত্মসমর্পন করতে অনুরোধ করছে, রাধিকা প্রত্যাখ্যান করছে সেই প্রস্তাব। সবশেষে কৃষ্ণ বলাৎকারে রাধিকাকে সন্তোষ করেছে।

নৌকা খন্ড :- দান খন্ডের পর নৌকা খন্ড। নৌকা খন্ডের পদসংখ্যা - ২৯। দানী সাজলে আর সুবিধা হবে না বুঝে কৃষ্ণ বড়ায়ির সঙ্গে পরামর্শ করে নৌকা তৈরী করে যমুনা নদীতে খেয়ারি হয়ে থাকল। রাধিকারও নদীপার হতে বস i uz l;dlLj œʒn কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। কৃষ্ণের প্রতি তীর বিরাগ থেকে কিভাবে সুতীর অনুরাগের পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে নায়িকা নৌকা খন্ডে তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

i;l Mä x- ভার খন্ডের পদসংখ্যা - ২৮। এছাড়া (৬) টি খন্ডপদও আছে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তাই ব্যাকুল কৃষ্ণ বড়াইর সাহায্য চেয়েছে। বনপথে রাধিকাকে নিয়ে মথুরা যাবার পরামর্শ করেছে বড়াই। আর সেই পথে বড়াই রাধিকাকে বলে কৃষ্ণকে দিয়ে দধিভার বহনের ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রখন্ডের শেষাংশ ছিল। (পুঁথির ১০৪ থেকে ১১১ সংখ্যক পাতার অভাব রয়েছে। ছত্রখন্ডেও রাধিকা ভারখন্ডের মতই কৃষ্ণকে ছাতা ধরিয়েছে নিজের কাছে রাখার জন্য। ভারখন্ডের থেকেও বেশী কাছে পেয়েছে সে ছত্রধারী কৃষ্ণকে এই খন্ডে।

h;ŋhe Mä x- বৃন্দাবন খন্ডের পদসংখ্যা ৩০। বৃন্দাবন খন্ডে কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধাকে নিয়ে এলেন। রাধাও বৃন্দাবনে যাবার জন্য ব্যাকুল। নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল কৃষ্ণের জীবনে রাখার সান্নিধ্য, কেমন করে বদলে দিচ্ছে তার খবর দিয়েছেন কবি।

L;mw cje Mä x- স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত নয় পুঁথিতে। এই খন্ডের নাম - অথ যমুনাস্তূর্গত কালিয়াদমন খন্ডঃ। এই খন্ডে পদ pWmġ; 10z HC খন্ডেই সকলের সামনে কৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন রাধিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ।

যমুনা খন্ড :- পদসংখ্যা ২২। এই খন্ডের বিষয় রাধা সহ গোপীগনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জল বিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগনের hUqlez

h;e Mä x- fcpwMġ; - ২৭। বড়াইর পরামর্শে বিমনা রাধাকে কৃষ্ণব্যাকুল করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রাধাকে ফুলশার হানে। রাধা মূর্ছিতা হয়ে যান। বড়াই অবশেষে রাধার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এবং কৃষ্ণকে অনুন্নয় করে রাধার জ্ঞান ফিরিয়ে দেবার জন্য। কৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন রাধাকে আবার সজ্ঞানে এনে দিয়ে আবার আত্মগোপন করে। সংজ্ঞা পেয়ে রাধা কৃষ্ণ-ব্যাকুল হলে আবার বড়াই এর চেষ্টায় মিলন - ঐপরীত মিলন ও অবশেষে রাধিকাকে নিয়ে বড়াইয়ের গৃহ প্রত্যাবর্তন।

10. “ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞি নান্নাতা মোর পসরা।
Lj' mē i jNB তন বিগুতিল ছিড়ি সাতেসরী হারা ॥”
(cjeMä)

11. “সকল বত্রসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিসের দান চাহ মোরে কিসে ॥”
(cje Mä)

12. “বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার বী
মোর রূপ যৌবনে তোম্বাতে কী ॥”
(cjeMä)

13. “পাখি জাতি নহৌ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যঁথা সে কাহ্নাঞির মুখ দেখিতে না পাওঁ ॥
হেন মনে করে বিষ, খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥”
(cjeMä)

14. “রাধা সঙ্গে জা এ বাটে বাট্ z
laF-আঁশৌ না ছাড় এ পাশে ৷”
(i jIMä)

15. “অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গ প্রাপ্য কুরঙ্গদং ।
আলসঙ্গলতা রঙ্গাত জরতীসহিতা যথৌ ॥”
(hwnMä)

16. “কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি কালিনী নিকুলে ।
কে না বাঁশী বাত্র বড়ায়ি এ ণjV-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন ।
বাঁশীর শবঙ্গে মো আউলাইলৌ রাক্ষন ॥”
(hwnMä)

17. “পাখি নহৌ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ৷”
(hwnMä)

18. “বড়ার বৌহারী আক্ষে বড়ার বী
কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথা মোত্র জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ৷”
(hwnMä)

19. “ষোল শত যুবতীকে কর যোড় হাথ ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবে শুন জগন্নাথ ।”
(hwnMä)
20. “যমুনার তীরে কদমের তলে কেনা বাঁশী বোলা এ ।”
(hwnMä)
21. “যমুনার তীরে কদম তরুতলে তহি বসি কাহ্ন-বাত্র বাঁশে।
তকে আনি আঁ বড়ায়ি রাখহ পরান গাইল বড় চন্ডীদাষে ।”
(hwnMä)
22. “সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ।”
(hwnMä)
23. “বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহু কুস্তারের পনী ॥”
(hwnMä)
24. “দূত চিরকাল ভৈল তেঁওঁ বনমালী নাইল
তাক মো পায়িবো কত কালো।
বড়ায়ি (১৯০/১) গো ॥”
(Ijd;hIq)
25. “নান্দের নন্দন কাহ্নাঞ্গি তোক্ষে বনমালী
ত্রিভুবনে গোসাঞ্গি তোক্ষে অধিকারী ।”
(Ijd;hIq)
26. “আর বচনকে বোলোঁ সুনল বড়ায়ি
ধরিঞা তোর করে ॥
তাক রখিহ যতনে আপন আস্তরে
জাইব আক্ষে মথুরা নগরে ॥”
(Ijd;hIq)
27. “আহো নিশি যোগ ধৈ আই।
মন পবন গগনে রহাই ॥”
(Ijd;hIq)
28. “কাল কাহ্নাঞ্গি গাত্র ধরে পীতবাসে ।
ষোল শত গোপীজন যাত্র তার পাশে ।”
(Ijd;hIq)

* "nĒlō·LfaĒ" কাব্যে সর্বমোট - ৪১৮ টি পদ আছে।

* বড়ু চন্ডীদাসের ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে - 107 h|z

* "Aeṭʰ চন্ডীদাস ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে - 7 h|z

* যতগুলি পদে ভনিতা পাওয়া যায় না - 8 Wz

* যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে - 161 Wz

* যতগুলি সংস্কৃত শ্লোক একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে - 28 Wz

* রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে - 32 $\forall z$

* যতগুলি পদে ধ্রুবপদ আছে - 344 Wz

Sub Unit - 3

°ho·h fCjhm£

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস

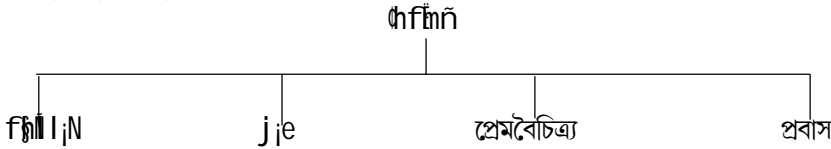
বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যরূপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে। মধ্যযুগের চারশো বছরের বিপুল আকারের পুঁথি - আশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যই দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে নিখিল মানবচিন্তের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে। পঞ্চদশ শোড়শ ও সপ্তদশ এই তিন শতাব্দীব্যাপী বৈষ্ণব কবির নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিনতি। আধুনিক কালেও এর প্রভাব গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারনেই ভাবী কালেও এ প্রভাব থেকে বাঙালার কবি মুক্ত থাকতে পারবেন না।

h;wmj °ho·h fCjhm£বলীর স্পষ্টত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ধারা অপরটি চৈতন্যযুগের ধারা। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই গোড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ প্রাণ লাভ করেছিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানত অনুপ্রানিত হয়েছে গৌরচন্দ্রের রাধাভাবে রাগানুগা ভক্তির দ্বারা। অর্থাৎ প্রিয়তমকেই কান্তভাবে উপাসনা বা ভজনই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলসূত্র। পূর্বচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব দর্শনের যে সরল তত্ত্ব ছিল তা হল প্রেমগীতিহার। যে তত্ত্বে রাধা ও জীবাত্মা এক। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার সম্পর্ক হিসেবে এক করে দেখা হয়েছে। অপরদিকে চৈতন্য যুগের পদাবলীতে Sfhja£l সঙ্গে পরমাত্মার সারভূতা আনন্দাত্মের সার শ্রীরাধিকার মৈত্রিক দূরত্ব স্বীকৃতি বলে কবিদের সাধনা সখি সাধনায় fkhlpaz

বৈষ্ণবমতে রস x- jje এমন কতকগুলি মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যাদের ধ্বংস নেই। শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ-প্রভাব এগুলির প্রকাশ কে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ; বিনষ্ট করতে পারে না। এই কারনেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিরন্তন বলা হয়েছে। অলংকারশাস্ত্র মতে এদের সংখ্যা আট - রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ, ভয়, জগুস্পা ও বিস্ময়। রসের সংখ্যা আট এবং ইহাদের যথাক্রমিক নাম - শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অভূত। বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাদের রতি লৌকিক নয়, ‘কৃষ্ণরতি’। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হলেও স্বরূপে রস HLWjje - "i Š'lp'z jha "i Š'lp' কে স্বীকার করে নিয়েই যে পঞ্চবিধ উপায়ে কৃষ্ণের আরাধনা সম্ভবপর তাকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে ‘পঞ্চরসে’র কল্পনা করা হয়েছে। (১) শান্তরস (২) c;pfIp (৩) pM£Ip (৪) h;vpm£Ip (৫) j d#lpz

রূপগোষ্ঠামী শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) বিপ্রলম্ব (২) সম্ভোগ।

fhfmñ Bh;l Q;l fL;l -



°ho·h LhNZ "E< fhfmñje"র আদর্শে রাধাকৃষ্ণের লীলারস পর্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন। পূর্বরাগ, রূপানুরস, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খন্ডিতা, বিপ্রলম্বা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, মাথুরলীলা ভাবসম্মেলন প্রভৃতি নানা লীলা ও পালার fkhlp অনুসারে পূর্বাপর একটি সংগতিযুক্ত আকার দেবার চেষ্টা করেছেন।

চৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জন্মের ১০৬ বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাপতি। দ্বারভাঙা জেলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। দীর্ঘজীবী (১৩৮০ - ১৪০৬) এই কবি বংশানুক্রমে মিথিলার রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাণ্ডিত্য ও কবি প্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয়ে বিদ্যাপতি তাঁর সমকালে ছিলেন লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও লোকমান্য। মিথিলার একাধিক রাজ ও রানীর পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পেয়েছিলেন। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনীগ্রন্থ, ন্যায় ; 0jta eŋa ও পত্ররচনা রীতিকে বিষয় করে লেখনী চালনা করেছেন এই কবি। ভাষা ব্যবহারে ও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত - pwúe j'ŋmɛ Hhw অবহে- তিনি দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থরচনা করেছেন। চৈতন্য দেবেরও আগে থেকে বাংলা দেশে বিদ্যাপতির নাম সুপরিচিত। ‘মৈথিল কোকিল’, ‘অভিনব জয়দেব’ - এই কবিকে আমরা মহাজন পদকর্তারূপে জানি। কেননা তিনি রাধাকৃষ্ণের পদাবলী লিখেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীও আশ্বাদ করতেন গভীর তন্ময়তায়। চৈতন্য জীবনীতে সাক্ষ্য আছেঃ-

‘কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রমানন্দ মনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।’

(°ŋaefŋl aj'a)

অবাঙালী এই কবিকে বাঙালী তার প্রানের ও মনের ভক্তি ও ভালোবাসা জানিয়ে এসেছে দীর্ঘকালধরে। যেহেতু তিনি বাঙালীর প্রানের যুগল দেবতার প্রেমকথা লিখেছেন। যেহেতু তিনি পরবর্তী বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের উত্তম কবি ভালোবাসার অধিকারে মৈথিল কবির পোষাক সরিয়ে আমরা (বাঙালীরা) তাঁকে পরিচয় দিয়েছি বাঙালার ধূতি ও উত্তরীয়া। জয়দেব যেমন একত্রে বাংলা না লিখে ও বাংলা সাহিত্যে আলোচিত হবার অধিকার রাখেন, তেমনি বিদ্যাপতিও।

বিদ্যাপতি সহস্রাধিক পদাবলীরচনা করেছেন। এর মধ্যে রাধা কৃষ্ণের উল্লেখ আছে এমন পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। পূর্বচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব দর্শনের যে সরল তত্ত্ব ছিল বিদ্যাপতি সেই সূত্র অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন তাঁর প্রেমগীতিহারা। যেখানে জীবাত্মা ও শ্রীরাধা এক একাকার। তাই রাধিকার ভাস্কর দিনের বিরহ সঙ্গীতে মিশে যায় কবির ও আত্ম বেদনা।

“বিদ্যাপতি কহে কেসে গভয়বি -

হরিবিনে দিন রাতিয়া।’

পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি প্রথম কবি, যিনি রাধা কৃষ্ণের পদাবলীকে প্রথম বিষয় বা পর্যায় অনুযায়ী বিভক্ত করে পদরচনায় ব্রতী হয়েছেন। বিদ্যাপতি যে বিপুল সংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপায়িত করেছেন তার মধ্যে ljd;l huxpɛ, Aci p;l, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও ভাব সন্মিলনের পদগুলি বিশেষ উৎকর্ষপূর্ণ। কৃষ্ণের পূর্বরাগ রচনায় বিদ্যাপতি সফল। বিদ্যাপতির পদাবলীতে অভিসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। দুর্বীরগতি, নিষিদ্ধ উল্লাস ও উত্তেজনা, গোপন যাত্রার কথা বিদ্যাপতির অভিসারে বারে বারে এসেছে - বিদ্যাপতি লেখেন :-

‘নব অনুরাগিনী রাধা / কিছু নাহি মানয়ে বাধা

HLm L-Hm fuje / fɛlŋfb e;ŋ jjez’

অভিসার পর্যায়ে পর মিলনের সুতীর আবেগ ও বেচ্ছেদহীন ভোগবতী পরি হয়ে আমরা পৌঁছে যাই বিদ্যাপতির মান পর্যায়ে। চৈতন্য উত্তর কবিদের তুলনায় বিদ্যাপতির কাব্যে মান উৎকৃষ্ট নয়। মানের পর একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় বিরহ তথা মাথুর। মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সমালোকে বলেন :- “সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতির তুল্য মাথুর বিরহের কবি নাই। পদগুলির ভাবের গভীরতা, উদ্ভালতা এবং মাথুর সুরের উদাত্ততা, যে কোন প্রশংসার দাবী করতে পারে।”

বিদ্যাপতির রাধার আত্ম বিরহগান কানে এসে পৌঁছায় ভাবসন্মিলন পর্যায়ে। তাই পুরাতন মিলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এক শুদ্ধতম অনুভব ডুবে যায় সে। এরপর আছে কবির প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন মূলক পদাবলী।

চন্ডিদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিস্কৃত হবার আগে পর্যন্ত বাঙালীর কাছে চন্ডিদাস ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। সে চন্ডিদাস পদাবলীর মহাজন কবি। তাঁকে চৈতন্যদেবও শুনেছেন। অনন্ত বড়ুচন্ডিদাস ভনিতায়ুক্ত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে একটি কাহিনীকাব্যমূলক নাট্যগীতি আবিস্কৃত হওয়া থেকে পন্ডিত মহলে সমস্যার শুরু। সমগ্র পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এর কাছে দেখা দিলেন বড়ু চন্ডিদাস, অনন্ত বড়ু চন্ডিদাস, আদি চন্ডিদাস, দীন চন্ডিদাস। এক নয় অনেক চন্ডিদাস।

চন্ডিদাসকে ঘিরে সমাধানহীন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। আমরা কেবল এটুকু জেনে অগ্রসর হতে চাই -

(1) চন্ডিদাস তিনি পদাবলীর চন্ডিদাসের পূর্ববর্তী, এমন কি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী একজন স্বতন্ত্র কবি। তাঁর রচনা চৈতন্যদেব আশ্বাদ করতে পারেন। নাও পারেন। তবে আশ্বাদ করবার সম্ভাবনা বেশী।

(২) পদাবলীর এক উজ্জ্বল কবি চন্ডিদাস আছেন যার আবির্ভাব পূর্ব চৈতন্য যুগে হবারই সম্ভাবনা।

আমাদের এখানে আলোচ্য পদাবলীর সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী কবি চন্ডিদাস। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। যার প্রামাণ্য জীবনী ও দুশ্রাব্য। হয়তো এই কবির কথা স্মরণে রেখেই শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন -

‘আমার কাছে চন্ডিদাস এক বি দ্বিতীয় নাই।’

বিষ্ণু দে লিখেছিলেন -

“জাদুঘরে পরিষদে তকচলে ছাতনা বা নামুরো। কোথায় চন্ডীর পাঠ বা কোন্ চন্ডিদাস! বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় খীসিসের কেতাবে - খেতাবে। আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে। পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কাহুরে, প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষা।”

(নামুরো / স্মৃতি সভা ভবিষ্যত)

“hijiml Lhi joru SeL’ এই চন্ডিদাস বাংলাভাষার উৎকৃষ্ট কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। চন্ডিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তুলনা মনে পড়ে :-

‘বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি বিরহে, কাতর হয়ে পড়েন, চন্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়েছেন।’

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ‘চন্ডিদাসের পদাবলী’ গ্রন্থে দ্বিজ চন্ডিদাসের নামে ২২১ টি পদ সংকলন করেছেন। আমাদের আলোচনায় কেবল উল্লেখযোগ্য পদের আলোকে চন্ডিদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন -

‘চন্ডিদাসের পদাবলীর প্রধান পাঁচ পর্যায় শ্রীরাধার পূর্বরাগ, রসোদগার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদন।’

অনুমান করা হয় পদাবলীর প্রতিভাবান কবি চন্ডিদাস পূর্ব চৈতন্য যুগের কবি। তাঁর পদে তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনুসৃতি নেই।

সামাজিক রীতি মেনে চন্ডিদাস পূর্বরাগের পদগুলি রচনা করেন নি। পূর্বরাগের নায়িকা রাধিকা যৌবনে যোগিনী পারা এক সরল প্রাণা গ্রাম্য নারীর মনস্তত্ত্বের ছবি দিয়ে চন্ডিদাসের রাধার পূর্বরাগের সূচনা।

‘রাধার কি হইল অন্তরে বাথা

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহার কথা।’

চন্ডিদাসের কয়েকটি কৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক প্রদত্ত পাওয়া যায়। রসোদগার, অভিসার, বাসকসজ্জিকা, বিপ্রলঙ্কা, আমনিনী ও খন্ডিতা এবং কলহান্তরিতা বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ আছে চন্ডিদাসের। এছাড়া আছে আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদনের পদ। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে চন্ডিদাস তুলনারহিত। এই পর্যায়ের পদে চন্ডিদাসের রাধার যে দ্বিধান্বিত হৃদয় ফুটে ওঠে তার মূলে কবির ব্যক্তিগত মানস যন্ত্রনার ছাপ আছে। হয়তো মিশে আছে সমাজ নিন্দিত অসম প্রেমের নায়িকা রামীর অশ্রুযাতনাও। আত্মনিবেদন পর্যায়ে চন্ডিদাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক। সামাজিক চন্ডিদাস ও আধ্যাত্মিক চন্ডিদাসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই পর্যায়ে। বস্তুত চন্ডিদাসের কাব্যে গ্রাম বাংলা তার প্রকৃতি ও মানুষ উদভাসিত। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি আর কোনো কবি দাঁড়াননি।

‘ jecip

ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চন্দীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস। সম্ভবতঃ ১৫৩০ খ্রীঃ পূঃ Lwhj aji Lছাকাছি কোন সময়ে জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁছরা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই শতের অধিক পদ রচনা করেছেন। তিনি ‘গৌরচন্দ্রিকা’ থেকে পদ রচনা শুরু করেছেন। পূর্বরাগ পর্যায়ে জ্ঞানদাসের রচনায় রোমান্টিকতার লক্ষণ সুপরিষ্কৃত। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে যাবতীয় অনুরাগের কবিতায়। তবে অভিসার ও মাথুর পর্যায়ের পদগুলি উৎকর্ষতা লাভ করেনি। তবে রূপানুরাগের মতো ‘আক্ষেপানুরাগে’র পদেও জ্ঞানদাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গোবিন্দদাস

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দশকে মাতুলালয়ে গোবিন্দদাসের জন্ম। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতা সুনন্দা। বৈষ্ণব এবং চৈতন্য ভক্ত। মাতামহ দামোদর সেন ছিলেন কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখন্ড নিবাসী। বিখ্যাত পণ্ডিত। পৈতৃক নিবাস ছিল কুমারনগর গ্রাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিরাজ রামচন্দ্রও একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। গোবিন্দদাস পরবর্তী কালে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে বসবাস করতেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটিকে ‘সুবর্ণযুগ’ বলে অভিহিত করা হয়, সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। বাঙালী কবিদের মধ্যে ইনি ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার। প্রধান কবিদের মধ্যে ‘গৌরচন্দ্রিকা’র পদ রচনায় গোবিন্দদাসই সর্বাধিক অগ্রণী ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তত্ত্ব এবং তথ্য মিশ্রিত করে কবি গৌরাঙ্গের পরিপূর্ণ ভাবরূপ নির্মান করেছেন। পূর্বরাগ ও রূপানুরাগের পদরচনাতেও কবি কৃতিত্বের অধিকারী। অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ। কবি সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস বাসকসজ্জা খন্ডিতা এবং মান বিষয়ক পদও লিখেছেন। মানের ক্ষেত্রে তিনি সকারন মানেরই রূপকার। মানের পরে কলহাস্তরিতা পর্যায়ে গোবিন্দদাস অবশ্যই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্তরসংঘাতে বিধ্বস্ত রাধার আত্মগ্লানি, দীনতা, মিনতি গোবিন্দদাস উৎকৃষ্টবারে প্রকাশ করেছেন। কবি গোবিন্দদাস বিশেষভাবে ব্যর্থ তাঁর বিরহ পর্যায়ের পদে। তাঁর কারণ তাঁর অলংকারপ্রিয়তা ও বিশেষ djll দর্শনে আস্ত্র। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। যার মূলকথা যুগল দেবতা রাধা ও কৃষ্ণ মানস বৃন্দাবন অনন্ত লীলায় রত। এ মিলন লীলায় বিচ্ছেদ নেই। বিরহ নেই। গোবিন্দদাসের তাই রাধাকৃষ্ণের বিরহে বিশ্বাস ছিল না।

hmlj cip

বৈষ্ণব সাহিত্যে বলরাম দাস একটি বিশিষ্ট নাম। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার পদ রচনায় তিনি যে ‘বাৎসল্য’ J "pMf' রসের পরিচয় দিয়েছেন, তার অতুলনীয় আশ্বাদ বাঙালীকে দীর্ঘদিন তৃপ্তিদান করে আসছে।

বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে বলরাম দাসের নিবাস ছিল। তাঁর পূর্ব-পুরুষ শ্রীহর-র অধিবাসী ছিলেন। বলরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দের একজন অনুরক্ত ভক্ত। নিত্যানন্দের অনুমতি নিয়ে বলরাম দাস তাঁর নিবাস কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পদকল্পতরুতে বলরাম ভনিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় রীতির ১৩৬ টি পদ আছে। গোষ্ঠলীলার পদ ছাড়া বলরাম দাস রচনা করেন কিছু রসোদগারের পদ। প্রেম পদাবলী রচনায় ও বলরাম দাস তাঁর বাৎসল্য রস প্রবনতাকে বজায় রেখেছেন। তিনি প্রেমিক পঙ্কজের মধ্যেও সম্ভবত দুই রূপ আবিষ্কার করেছেন। পতি ও পিতা। কবির কবি কল্পনা গভীর নয়। আবেগ উচ্ছসিত নন কবি কোথাও ভাষা ছন্দ ও অলংকারের সুমিত বিন্যাস কৌশলের নিপুনতা নেই তাঁর পদগুলিতে। তবুও তাঁর রচনার যে সরল প্রানের ভক্তি ব্যাকুলতা আছে, যে সহজ সৌন্দর্য আছে তা অস্বীকারের উপায় নেই।

বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখযোগ্য পদ ৪-

1. “কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।

hjm-tenip-গরলে তনুভব।”

(hcfjfa)

2. “সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই, প্রানান্ধানবাসি।

কেবা নাই করে প্রেম, মোরা হৈলাম দোষী।”

(Qafcip)

6. “নয়নক নিন্দ গো বয়নক হাস।
সুখ গো পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
pSeL Ltce tchp cE QjQzz”
(thcxfia)

10. “দুই কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আখ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীনযেন কবই না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।।”
(Qāf:ip)

11. “qibL clfe jibL gñz
eueL A' e jML a;ðñzz
.....
.....
fjML fjM jleL fjle
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।”
(fññjN / ðñçjfa)

12. “জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
মোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেলা।”
(Lðhñi)
(ðñçjfa)
(fññjN J AeñjN)

13. “H pM qij;cl দুখের নাহি ওরা।
H i l; h;cl j;q i;cl
ñf j;cl j;zz
Tçf 0e NI St; p;az
i ñe i cl hclM;uz”
(ðñçjfa j;bt)

14. “অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে।।”
(ðñçjfa j;bt)

15. “বহুদিন পরে বঁধুয়া এলো।
দেখা না হইতে পরান গেলো।।
এতেক সহিল অবলা বলো।
ফাটিয়া যাইত পাষান হলো।।”
(Qāf:ip - ভাবোন্মাস ও মিলন)

16. “শীতের Jtef çfu; Nñlñl h;z
hclñl Ræ çfu; clñl e;z”
(ðñçjfa - ভাবোন্মাস ও মিলন)

abf

1. I;dj - কৃষ্ণের প্রণয় কথা, লীলা ও চৈতন্যদেবের কথা অবলম্বনে লেখা মধ্যযুগের কবিদের লেখা পদের সংকলনই হল বৈষ্ণব fç;hmŁ
2. "E< ñeñmj ðe' গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।
3. "i ŠŸ!aŁLI' NŁŸŸ elqŸ Qe?haŁ I Qe;z
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থে ও বিদ্যাপতির প্রভাব রয়েছে।
৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে।

* বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বিদ্যাপতির গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল :-

œŸŸ L pŸMŁ	NŁŸŸ	I;S;I ej
1	LŁaŁha;I	LŁaŁpŸwq
2	i " fŸŸœj;I	দেবীসিংহ
3	LŁaŁfa;L;I fŸŸo fŸŸr;I	ŸnhŸpŸwq
4	°nh - phŸŸq;I N%q; h;LŁ;hmŁ	fŸŸpŸwq বিশ্বামদেবী
5	c;eh;LŁ;hmŁ Ÿhi ;Np;I	elŸpŸwq J dŁj Ÿa
6	ŸmMe;hmŁ	fŸŸ;œaŁ
7	cŸŸi ŠŸ? alœœŁ	°i I hŸpŸwq

- * বৈষ্ণব সাহিত্যের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস।
- * চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হলেন জ্ঞানদাস।
- * নিবেদন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস।
- * জ্ঞানদাস মুখ্যত রোমান্টিক কবি।
- * জ্ঞানদাস ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য।
- * জ্ঞানদাসের ভনিতায় fŸŸu 400 fç f;Ju; k;uz
- * পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং নিবেদন পর্যায়ের পদ রচনায় জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন।
- * গোবিন্দদা; p °œœŁ - পরবর্তী যুগের কবি।
- * গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে প্রথম জীবনে কবি শাস্ত্র ছিলেন।
- * গৌরাঙ্গ এবং অভিসার বিষয়ক পদ।
- * রচনায় কবি শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন।

জঃহঁ

1. “রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চন্ডিদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যত্ননা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এই অপূর্ব শোকগীতিকা হিতে ইহাও জানা যায় চন্ডিদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন”

(চন্ডিদাস সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন)।

2. “মাধুর্য রসের প্লাবন পদাবলী সাহিত্যের সখ্য ও বাৎসল্য রস প্রায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে কয়েকজন কবি সেই ভঃহঁ q:a হইতে বাৎসল্য রসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলরামদাস শ্রেষ্ঠ।”

(Xx ঠj jeঠq:lf j Sj c:l)

3. “বিদ্যাপতির রাখা নবীনা নবম্ফুটা। আপনাকে ও পরে ভালো করিয়া জানে না, দূরে সাহস্য, সতৃষন লীলাময়ী, নিকটে কঠfa, n^a, ঠqhm, HC ehfe Q’ ল প্রেম হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কতছন্দ, কত ভঃহঁতে বিছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তারই প্রকাশ পাইয়াছে।”

(I h^c^b W:L)



teachinns
Text with Technology

Sub Unit-4

হসু...জ-পূজা [eI Mä]

বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ এর নরখন্ডের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে মনসার পূজা প্রাপ্তির জন্য লড়াই তথা সংগ্রামের কাহিনী। দেবী মনসা দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে আপন পূজা প্রচারের মানসে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন। রাখাল বাড়ির পূজা দিয়েই তার সূচনা। মনসার পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র ছিল, দেবত্ব বিসর্জন দিয়ে প্রবল নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে তথা যেন তেন প্রকারে পূজা আদায় করতে তিনি পিছপা হননি। শৈব চাঁদের পূজা আদায় করতে তিনি চার চৌদ্দ ডিঙা কালিদহে ডুবিয়ে দিয়েছেন, মহাজ্ঞান হরন করেছেন, উপবন নষ্ট করেছেন, বিষপানে ছয়পুত্রকে হত্যা করেছেন, কিন্তু চাঁদ তবু মনসার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামী লক্ষীন্দর, ছয় ভাসুর, ধন-জন সমস্ত ফিরিয়ে আনেন শ্বশুরকে দিয়ে মনসা পূজা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। একদিকে সমস্ত কিছু ফিরে পাবার প্রলোভনে, অপরদিকে মনসা পূজা না করার সংকল্পের টানাপোড়নে

kMe ðadjæa-

যেই, হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।

সেই হাতে কেমনে পূজিব রে কানী।

ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক আরবার।

fçđ ej fšh Bg Lqmij piz

অবশেষে চাঁদ সদাগরের হস্ত চিত্তে দেবী মনসার পূজা করা। অপরদিকে তুষ্ট হয়ে মনসা বরপ্রদান করতে চাইলে চাঁদের প্রার্থনা-

pja fæ pja hdš Bj l çšez

এই ষোলজনের ছক বৈকুন্টে গমন

অতঃপর মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করে স্বর্গে গমন। এই কাহিনীর নায়ক নায়িকা বেহুলা লক্ষীন্দর স্বর্গের অভিশপ্ত নর্তক নর্তকী মর্ত্যলীলা শেষ করে শিবালয়ে ফিরে গেলেন।



Teachinns
abf

১। বিজয় গুপ্ত অধুনা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার ফুলশ্রী গ্রামে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

2z ayl çajl ej kejae, jjaıl ej lçleš

৩। বিজয়গুপ্তের কাব্যের নাম ‘পদ্মপুরান’ hı "jepj %m'z

৪। ছসেন সাহার রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪-৯৫ ME "fçđf#je' রচনা করেছিলেন।

৫। ১৮৯৬ খ্রী: রবিশাল থেকে রামচরন শিরোরত্ন বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল-এর মুদ্রিত সংস্করণটি প্রকাশ করেন। এটি সবচেয়ে পুরানো মুদ্রিত সংস্করণ।

৬। মনসামঙ্গলটির কালজ্ঞাপক খে শ্লোক পাওয়া যায় তা হল- ‘ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক, সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি ðamL'। এর থেকে অনুমান করা যায় গ্রন্থটি ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রী: রচিত। মতান্তরে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ 1494-95 ME lQaz

৭। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের নরখন্ডে ৬টি উল্লেখযোগ্য পালা আছে। সেগুলি হল- dešl f hd fjmı, ç%q hšje fjmı, লক্ষীন্দরের বাসর পালা, ভাসান পালা, জীবন পালা, দেশে গমন পালা।

৮। পদ্মার অভিশাপে চান্দ চম্পক নগরে বিজয় সাধুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে।

৯। চান্দের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করতে মনসা ‘নরসিংহ কাটারি’ হাতে নিয়েছিল।

10z dešl JTıl ejn^l lju/n^l Nıslš

১১। ধনুত্তরি ওঝা তার স্ত্রীকে ‘পতিব্রতা সতীর উপাখ্যান’ শুনিয়েছিলেন।

12z jepı পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় রক্তজবা দিয়ে।

১৩। শিবের অভিশাপে স্বর্গের নর্তক-eall f Ateı!Ü-উষা মর্ত্যে লক্ষীন্দর ও বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করে।

14z Eoı- অনিরুদ্ধের প্রানের অধিকার নিয়ে যমরাজের সঙ্গে মনসার যুদ্ধ হয়।

EÜa

1z “রত্নময় সিংহাসনে বসিলা বিষহরি
বাম পাশে নেতা রজক কুমারী।”
(jepil Sæ fimi)

2z “Ij i ih Ij QŁI Ij LI kiI
মনসার চরণ বিনা গতি নাই তারে।”
(jepil Sæ fimi)

3z “ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শা নৃপতি তিলক।”
(jepil Sæ fimi)

4z “SivLiI jœ h%j jœ f%CI
ভক্তি পুরঃসর বন্দম দেহ মহেশ্বর অস্তিক
নামে jœ h%j fCqI aeu
hf:ip hŋŋ ke% qœuz”
(গৌরী কোন্দর পালা)

5z “aŋ m0=aŋ ...I aŋ SmUŋ
kv Ajv Bmu aŋ SNv œjŋz”

6z “স্বাবর জঙ্গম তুমি তুমি চারি বেদ
ব্রহ্মা শঙ্কর হরি তোমাতে নাই ভেদ।”
(Aj'a j qie fimi)

7z “মাতা যে পরম গুরু দেব শাস্ত্রে কয়।
মা সম সংসারে eŋ œe j q:nuz”
(heh:ip fimi)

8z “জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল,
সেই ডাল ধরি আমি ভাহে সেই ডাল।”
(heh:ip fimi)

9z “আপন দোষেতে বিবাহ হইল দ্বিগুন
মশার দোষেতে দিলা মশারিতে আগুন।”
(T:imhœI fœj fimi)

15z “যে হস্তে পূজি মুই ত্রিংশ দেবতা।
সেই হস্তে মুই কানিরে করিব পূজা।”
(স্বর্গারোহন পালা)

Sub Unit - 5**০৯৫%ম (hœLMä)
LhL^e jœ%œ QœhšM**

চন্ডীমঙ্গলের দেবী চন্ডী বা চন্ডিকার পূজা ব্রত নিয়ম, কাহিনী প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল কারন কেউ মনে করেন দেবী চন্ডী পৌরানিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত ; আবার কারো কারো মতে তন্ত্রের মৌলিক তন্ত্রের সংক্ষেপে কিংবা বৌদ্ধদেবীকে চন্ডীতন্ত্রের মূল তন্ত্র মনে করেন। যাহা হোক ১৯০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পার্জিটারের সম্পাদনায় চন্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে একথা ঠিক মঙ্গলচন্ডী মূলত নারীসমাজের দেবতা প্রথমে তিনি ব্যাধসমাজে পূজিত হয়েছিল পরে বনিকসমাজে পূজিত হয়েছেন। সমস্ত চন্ডীমঙ্গলের দুইটি কাহিনী ‘খন্ড’ আখ্যটিক (অক্ষটি) খন্ড ও বনিক খন্ড। প্রথমটিতে কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যান বর্ণিত দ্বিতীয়টিতে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয়টি বনিক Mä kj LhL^e jœ%œ QœhaM I Qaz

LhL^e jœ%œ QœhaM "0äfj äm" কাব্য প্রাচীন পাঁচালী রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে সবথেকে মূল্যবান রচনা। সুপরিচিত আত্মকথায় কবি বলেছেন মায়ের বেশে চন্ডী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে পাঞ্চালী রচনা করতে আদেশ দেন। দামিন্য নামক তালুকে কবি পুরুষানুক্রমে ভূমি ভোগ করতেন। কবির চক্রাদিত্য শিবের উপাসক হলেও কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। শাসক মামুদ সরিফের সময়ে প্রজাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। খাজনার চাপে প্রজারা দেশছাড়ার যুক্তি করেন। কোন উপায় না দেখে কবি মুকুন্দও দেশ ত্যাগ করেন। গ্রাম ছেড়ে ক্রোশ দেড়ের দূরে ভালিএগ গ্রামে রূপ রায় কবিরের সমস্ত সম্বল অপহরণ করেন। মুড়াই নদী, দারুকেশ্বর-e;|ue-fl;nl-আমোদর প্রভৃতি নদ নদী অতিক্রম করে অতি দুঃস্থ অবস্থায় কবি সপরিবারে গুচুড় গ্রামে উপনীত হয়ে একটি পুকুর পাড়ে আশ্রয় নেন। তৈলহীন রক্ষ স্নানের পর শালুক ডাটা ও জল হয় তাঁদের খাদ্য। ভয়ে-ক্ষুধায় পরিশ্রমে অবসান মুকুন্দ সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখেন দেবী চন্ডী কবির শিরে উপস্থিত। কবির কানে দেবী মন্ত্র দেন এবং নিজ মহিমা বিষয়ক কাব্য লেখার পরামর্শ দেন। তারপর কবি শিলাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মভূমির রাজা বীর-বাঁকুড়া রায়ের সভায় আড়া গ্রামে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে কবি অনেক দিনের চেষ্টায় HC cDü"Ai u;j %m' (চন্ডীমঙ্গল) কাব্য রচনা করেন। ১৭৪৫ শকাব্দে (১৮২৩-24 Mx অঃ) রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

কাহিনীর বিষয় সংক্ষেপে : - বনিকখন্ডের মূল আকর্ষণ ধনপতি সদাগর-mqej-Mঙ্গনার জীবনালেখ্য। এই খন্ডের মূল পুরুষচরিত্র ধনপতি সদাগর। এই গল্পকাহিনীর নায়করূপে তার প্রতিষ্ঠা। ধনীর সন্তান ধনপতি। পূর্বপুরুষের সম্মিত সম্পদের মাধ্যমে সুখে দিন কাটে তার। বানিজ্যবৃত্তির সঙ্গে সংযোগ থাকলেও পায়রা উড়িয়ে , ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হয়ে সম্ভোগ আতিশায়ে দিন কাটে তার। তার প্রথমপত্নী লহনা। সে বিগত বৌদ্ধ প্রায়। বনিপুত্র পায়রা উড়াতে উড়াতে চলে এলো একদিন ইছানি নগরে। রূপসী খুল্লনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম দর্শনেই প্রগাঢ় প্রেম, রূপসী সুন্দরীর মোহ তাকে মুগ্ধ করল। দেওয়া হন বিবাহ প্রস্তাব। বিবাহের পরদিনই রাজাদেশে গৌড়যাত্রা। লহনা প্রথমে সপত্নীকে ভালোভাবে নিয়েছিল। সংসারের দাসী এবং দুবলার বাঁকা কথার লহনা ধারণা হয় তার স্বামীর সৌভাগ্য নষ্ট হবে। সুতরাং সে তার শত্রু। সতীন সমস্যার ,বলি হতে হয় খুল্লনাকে। অত্যাচারে পীড়নে তাকে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে। কাহিনী ধারা জুড়ে সতীনের উপদ্রবে খুল্লনার বিড়ম্বিত জীবন-k;ej| ec;|e Qœ fäfr LI; kjuz

এইভাবে প্রায় বৎসরকাল কাটলে দেবী প্রসন্ন হয়ে বিদ্যার্থীদের দিয়ে খুল্লনাকে আপনার পূজাব্রত শিখিয়ে দেন। দেবী ধনপতিকে স্বপ্ন দেন। ধনপতি দেশে ফিরে আসেন। ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধকালে নিমন্ত্রিত অতিথিরা ধনপতির গৃহে আহ্বার করতে রাজি হয় না। খুল্লনা এক বছর অরক্ষিত অবস্থায় ছাগল চরিয়েছে। তাতে তার চরিত্রপ্রশংসা ঘটেছে। ধনপতিকে কিছুদিন পরে বানিজ্যিক কারনে সিংহাসনে যেতে হয়। খুল্লনা তখন পাঁচমাস গর্ভবতী। তার গর্ভে দেবীর বরপুত্রের সঞ্চয় হয়েছে।

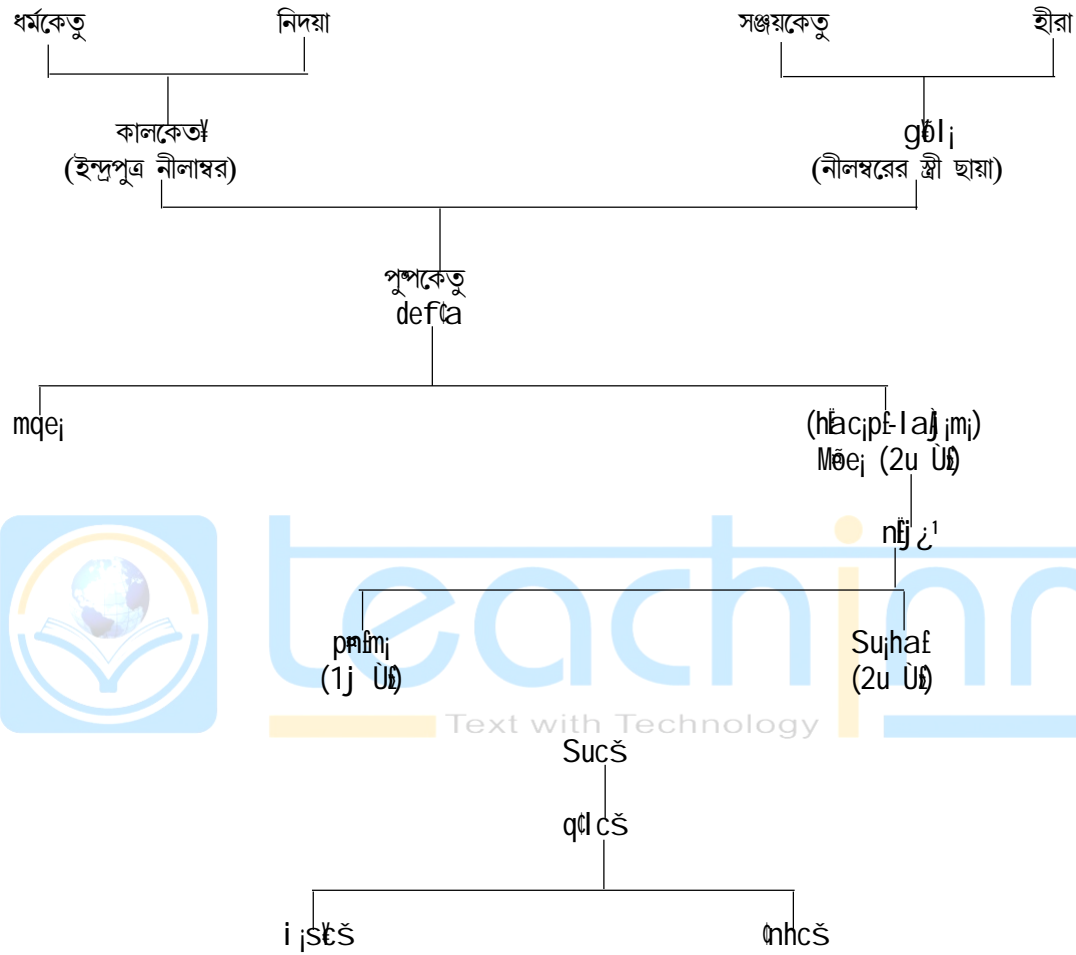
সাত ডিঙা নিয়ে বানিজ্যযাত্রায় যাওয়ার সময় ধনপতি খুল্লনাকে ঘটে দেবীর পূজা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হন এবং সে গট পা দিয়ে ঠেলে দেন। দেবী ধনপতিকে শিক্ষা দেবার জন্য ঝড় বৃষ্টি ও বান ডেকে সমুদ্রে তার ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দেন। সিংহল বন্দরের অদূরে দেবী তাকে একটি মায়াদৃশ্য দেখান। সমুদ্রের মাঝখানে একটি বিগাল পদ্মবন, তাতে বৃহৎ আকারের পদ্ম ফুটে আছে। সেই পদ্মের উপর অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী কন্যা হাতৌকিএ ধরে বারবার গিলছে আর উগরাচ্ছে। সিংহলের রাজাকে এই কমলে-কাহিনীর কথা বলে ধনপতি বিপদে পড়লেন। তিনি রাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পারেননি। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনপতিকে কারাগারে বন্দী করেন। অপরদিকে খুল্লনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। নাম রাখে শ্রীপতি (শ্রীমন্ত)। ছেলেকে খুল্লনা সযত্নে লালন করে। পুরোহিত পন্ডিত জনার্দনের কাছে পড়তে পাঠায়। এগার বছর বয়সেই সে পন্ডিত হয় এবং গুরুর সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করে। শাস্ত্রবিচারের সময় গুরু শিষ্যের তর্কাতর্কিতে শ্রীপতি ব্রাহ্মনজাতিকে কটাক্ষ করে। গুরু তাকে জারজ বলে গালি দেয়। মর্মাহত হয়ে সে পিতার সন্মানে সাতডিঙা নিয়ে সিংহল অভিমুখে গমন করে।

দেবীর প্রসন্নতায় যাত্রাপথে কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীপতি ও সিংহল বন্দরের মোহনায় মায়াদৃশ্য কমলে কামিনী দেখে। বিদেশি বনিকের মিথ্যা কথায় রাজা অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীপতিকে প্রানদন্ড দেন। দেবীর বিরোধিতা সে আজ্ঞা পালন করা যায় না। দেবীর রোষে রাজবল সমূলে ধ্বংস হয়। অবশেষে রাজা সালবান (শালিবাহন) মায়া দেবীকে প্রসন্ন করতে অঙ্গীকার করেন। শ্রীপতিকে তাঁর একমাত্র কন্যা সমর্পণ করেন। দেবী নিহত সিংহল বীর দের পূর্ণজীবন দান করেন। কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। শ্রীপতি তাঁর পিতাকে খুঁজে পান। শ্রীপতি পিতা ও পত্নী সিংহল রাজকন্যা সুশীলাশে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে ধনপতির নিমজ্জিত ছয় ডিঙা উদ্ধার হয়। দেবী ফিরে শ্রীমন্ত শেষ পরীক্ষা দেন। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী দাবী করে তাকে কমলে কামিনী দেখাতে হবে। শ্রীপতির খাতিরে দেবী তাঁর কমলে কামিনী রূপ সকলকে দেখালেন। কলিকালে মর্ত্যভূমিতে দীর্ঘকাল থাকা বড় কষ্টকর, এটা সত্য বুঝে দেবী অবশেষে খুল্লনা শ্রীপতি ও তার দুই পত্নী - স্বর্গভ্রষ্ট চারজনকে নিয়ে স্বর্গে চলে যান। কাহিনী এইখানেই সমাপ্ত।



teachinns
Text with Technology

Q4 ce



1. mr'f'ta - Möej l'fa;
2. l'ñ'j'ha'f - Möej l'j'aj;
3. ŧ'h'j'mj - ফুল্লরার প্রতিবেশিনী, রম্ভাবতীর সহ।
4. hm'je j'äm - চন্ডীমঙ্গলের কৃষক।
5. ŧ'j'j'ō - কলিঙ্গরাজের কোটাল।
6. h'f'j'ō - কলিঙ্গরাজের জামাতা।
7. m'h'j'ha'f - mmejl' ŧ'p'z
8. সোমাই পন্ডিত - কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহের ঘটক।
9. Se;Y'ŧ' f'äa - def'ta J খুল্লনার বিবাহের ঘটক।
10. p'm'h'je - সিংহলের রাজা। সুশীলের পিতা।
11. বিক্রমকেশরী - ESaninগরের রাজা, জয়াবতীর পিতা।
12. ch'h'j - c'j'p'z

jçhē

1. “বাংলার যে সকল লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরান কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন, Qāf hī j ঙ্গলচন্দী তাঁহাদের অন্যতম।”

(ডঃ আশুতোষ ভ-īQ;kŋ)

2. “ধর্মের প্রেস্টিজের জন্য চন্ডীর খেয়াল নাই। তাঁর প্রেস্টিজা হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মায়ের পর মার, মারের পর jīlz”

(IhBçē;b W;Lŋ)

3. “আমার প্রচেষ্টা দুর্বাখ্যা-বিষমুর্ছা থেকে উদ্ধার নয়, দুশ্পাটের কুয়াশা-ঘুচানো এবং কুপাটের জঞ্জাল মোচনা।”

(সুকুমার সেন)

4. “কবিকঙ্কন চন্ডীতে, স্ফুটো< m hīUh চিত্রে মুকুন্দের চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিহিতে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনে আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসে বেশ সুপুষ্ট আভাস পেয়ে থাকি।”

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

5. “আমার প্রচেষ্টা দুর্বাখ্যা-ŋoj Rŋ থেকে উদ্ধার নয়, দুশ্পাটের কুয়াশা-ঘুচানো এবং কুপাটের জঞ্জাল মোচনা।”

(সুকুমার সেন)

6. “কবিকঙ্কন চন্ডীতে, স্ফুটো< m hīUŋ ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত pçfLŋ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বোা সুপুষ্ট আভাস পেয়ে থাকি।”

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

7. “বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মান সংস্কার যে কিভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্য ...ŋm a;IC fŋQuz”

(ডঃ আশুতোষ ভ-īQ;kŋ)

8. “কবি কঙ্কন সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বস। বড় বড় উজ্জল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গু নদীর ন্যায় এক অর্ন্তবাহী দুঃখ সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী আর্ত ধ্বনি শুনা যায়।”

(দীনেশচন্দ্র সেন)

9. “সমসাময়িক যুগের কাব্যে যে অবাস্তব সৌন্দর্যবোধ ও শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ পল্লীজীবনের আসল রূপটিকে আড়াল করিয়া দেখাইয়াছে, কাব্যের কবিতা তাহারই প্রতিবাদ, কিন্তু এই নিম্নতম মানের জীবনের প্রানকেন্দ্র কোথাও তা তিনি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বস্তুর কবি, বাস্তববয়সের কবি নহেez”

(শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়)

Sub Unit - 6

৩৭৭৭ (৩৭৭৭৭)

ৱাৱেশ্বৰ ভ-৩৭৭৭

বাংলাৰ লোকজীৱনে দেৱাদেৱ মহাদেৱকে নিয়ে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-চৰ্চা গাইত জীৱনকে কেন্দ্ৰ করে কৃষিভিত্তিক জীৱনযাত্ৰাৰ ৰূপকে যে আখ্যান কাব্য সৃষ্টি হয়েছে তাই ‘শিৱায়ন’ নামে পৰিচিত। শিব হলেন এখানে কৃষি দেৱতাৰ প্ৰতীক।

৩৩৭৭৭ x- HC ৭৭৭৭৭ he৭৭৭ ৩hou...৩m ৭m - কনসূৰ কথা, হৰগৌৰিসংবাদ, ব্যাধেৰ শিবপূজা, ব্যাধেৰ শিবলোক প্ৰাপ্তি, যম-নন্দীসংবাদ, শিৱৱাত্ৰিৰ ব্ৰত, হৰগৌৰীৰ কলহ, চাষেৰ উদযোগ, চাষেৰ সজ্জা প্ৰস্তুত শিবচাষ ভূমিতে যাত্ৰা। শস্যোৎপত্তি প্ৰভৃতি।

৭৩৭ ৭৭৭৭ x- HC ৭৭৭৭৭ he৭৭৭ ৩hou...৩m ৭m - নাৱদেৱ কৈলাস গমন উদযোগ, নাৱদেৱ কৈলাস যাত্ৰা, গৌৰীকে মন্ত্ৰনা দান, ৭৭৭ Xyn প্ৰেৰন, জোঁকেৰ উৎপাত শিৱেৰ জল সিঞ্জন, বাগদিনীকে শিৱেৰ অঙ্গুৰ দান।

abf

১. কাব্যটি অষ্টাদশ শতকেৰ গোড়ালি দিকে (১৭১০-১১) l ৩az
২. Ljh৭৭৭ fL৭ ej - ৩h p^f৭৭৭
৩. কবি ৱাৱেশ্বৰ ভ-চাৰ্যেৰ বসবাস মেদিনীপুৰ জেলাৰ ঘাটালেৰ অন্তৰ্গত যুদুপুৰ গ্ৰামে।
৪. ৭f৭৭ ej - m৭৭
৫. ৭৭৭ ej - l ৭f৭৭
৬. c৭ f৭৭ ৭m L৭৭ - সুমাত্ৰ ও পৰমেশ্বৰী।
৭. Ljh৭৭৭ p৭৭ ৭u - ৱাজা ৱামসিংহেৰ আমলে। শেষ হয় - যশোৱন্ত সিংহেৰ আমলে।
৮. L৭ "৩h৭৭৭"কে চন - চন্ডীমঙ্গলেৰ মতো ‘অষ্টামঙ্গলা’ কৰেছেন।
৯. কবিৰ কৌলিক পদবি চক্ৰৱৰ্তী।
১০. ৱামায়নেৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়েছেন কবি।
১১. ৱাৱেশ্বৰ ভ-চাৰ্য সৰ্বধৰ্মে বিশ্বাসী ছিলেন ৱাৱেশ্বৰেৰ ‘শিবসঙ্কীৰ্তন’ B৭৭ ৭৭৭৭ ৩hef৭৭

৭৭৭

L) “যশোৱন্তেৰ ৱাজধানী বৰ্ণগড় মেদিনীপুৰ শহৰ হইতে তিনমুঠোশ দূৰৱৰ্তী। কথিত আছে যে, এইখানে যশোৱন্ত প্ৰতিষ্ঠিত মহামায়াৰ মন্দিৰ ছিল। তাহাতেই কবি ৱাৱেশ্বৰ যোগা মনে বসিয়া শিবমন্ত্ৰ জপ কৰিতেন।”

(আশুতোষ ভ-৩৭৭৭- “বাংলা মঙ্গল কাব্যেৰ ইতিহাস”)

M) “ৱাৱেশ্বৰ সংস্কৃত শিক্ষিত ছিলেন। ফৰাসী ও তাঁহাৰ জানা ছিল। সে হিসাবে তাঁহাৰ ৱচনা সৰ্বসময় ও অত্যন্ত সাৰ্থক।”

(সুকুমাৰ সেন - বাংলা সাহিত্যেৰ ইতিহাস)

N) “যাহা হউক মোটেৰ উপৰ হৰগৌৰী এবং ৱাধা কৃষ্ণকে লইয়া আমাদেৰ গ্ৰাম্য সাহিত্য ৱচিত। তাহাৰ মধ্যে হৰগৌৰীৰ কথা আমাদেৰ ঘৰেৰ কথা। যদি তাঁহাৰ নিজ নিজ অভভেদী মূৰ্তিধাৱন কৰিৱাৰ চেষ্টা মাত্ৰ কৰিতেন তাহা হইলে বাংলাৰ মধ্যে তাহাদেৰ স্থান হইতে নগন্য।”

(ৱবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ : ‘লোকসাহিত্য’)

O) “ৱামাই পণ্ডিতেৰ শূন্য পুৰানে শিৱেৰ গান ও আছে। মহাযমণী বৌদ্ধগন শিব পূজা ও কৰিতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে শিৱেৰ স্থান বুদ্ধ বা ধৰ্মেৰ নিচে।সপ্তদশ শতাব্দীতে ৱামকৃষ্ণ দেৱ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৱাৱেশ্বৰ ভ-চাৰ্য তাহাদেৰ শিৱায়ন গ্ৰন্থে বৌদ্ধ কবিদেৰ পৰিকল্পিত ভিক্ষুক গৃহস্থ শিৱেৰ জীৱনচিত্ৰ অঙ্কন কৰিয়াছেন।”

(কবিশেখৰ কালিদাস ৱায় “f৭৭ h৭৭৭৭৭”)

P) “শিৱায়নে শিৱেৰ চাষ পালা। ধৰ্মপুৰান কাহিনীৰ ৱূপান্তৰ ও উপসংহাৰ।”

(সুকুমাৰ সেন)

৩) “শিব কে বারবার গৌরীর কাছে নত হইতে হইয়াছে। তৎপূর্বে সংস্কৃত কবিগন বহুবার শিবের দ্বারা গৌরীর পদধারন করাইয়াছেন।”

(Xx nŋi ōe c;n...ঢ়)

...।!aŋŋm;Ce

ouf;m;

* “গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহনির গুনো।”

* “ŋe দুটি ছাওয়াল ছড়ায়ে পাঁচ সেরা।”

* “ŋŋm;j ŋŋŋs ŋŋo hs dez”

* “গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা বার কর্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।”

* “ঘাত কর্যা ঘরে তারে পাতাইব শালা।”

* “সুদর্শন চক্র যেন বিষুৱ সমান।”

* “ভীমসেন ভৈরব ধর্যা বান্ধে এক পাশে দ্বিজ রামেশ্বর বলে হর গৌরী হাসো।”

* “শঙ্করের প' na n`lŋ naz
টিক দিয়া দেখহ একুনে হল্য কত।”

* “বন্ধ কর্যা বাঘছালে য়াতা দিল তায়্যা।
পাবকে পেল্যাছে প্রেত চিতাঙ্গার বৈয়্যা ॥”

* “ho-ŋ ŋŋŋlŋj ŋŋo-ŋp °Lmŋ j ŋŋz
দেবদেব দ্রবে তবে দ্রব হয় শূল ॥”

* “আত্মতত্ত্বে মগ্ন হল্য মহেশ্বর মন।
জাহ্নবীর জন্মকালে যেন জনার্দন ॥”

* “পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া পশুপতি।
দেবীকে দ্বীপের উপর কৈল্য স্থিতি ॥”

* “চৈত্র গেল চতুর্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
মাটো কর্যা মি দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ ॥”

* “তড়িআন মহামেঘ সমীরন সখা ।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দিল দেখা ॥”

Sub Unit - 7

Aæc:j %m i :l a0%cf l :ju (fbj Mä)

ভরতচন্দ্র রায় গুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ Abh: "Aæf%l:j %m" কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। - (1) Aæc:j %m (২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর (৩) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ। তিনটি খণ্ডে যে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে একটির সঙ্গে অন্যটির কোন মিল নেই। কাহিনী গুলির কোন যোগসূত্র নেই। তিনটি খণ্ডেই দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

fbj Mä "Aæc:j %m" কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। মঙ্গল কাব্যের রীতি অনুসারে বন্দনা অংশকে স্থান দিয়েছেন। গনেশ শিব সূর্য বিভিন্ন দেবদেবীর বর্ণনা। এর পরের অংশ গ্রন্থ সূচনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহত্যাগ, হরগৌরীর বিবাদ, ব্যাস প্রসঙ্গ হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে দেবীর গমন, প্রভৃতি কাহিনী স্থান পেয়েছে।

Aædামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান রাজার রূপবতী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে বিদেশী রাজপুত্র সুন্দরের f%u m:mj h%elaz

aæf%u Mä Aæf%l:j %m h: j:je%pwq - এই খণ্ডে ভবানন্দ মজুমদার দিল্লীর ফরমান লাভ করে নবদ্বীপের রাজা হন তার L:qef h%elaz %c%l p:j%v S:q:q%l Lতৃক হিন্দু দেবদেবীর নিন্দায় ভবানন্দের প্রতিবাদ ও কারাদণ্ড। দেবী অনুচর ভূতপ্রেতদের অত্যাচারে বাদশাহের আতঙ্ক ও ভবানন্দের মুক্তিলাভ প্রভৃতি এই কাহিনী কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়।

abf

1. i :l a0%cf 1722 Mä h%l:j e j:q:l:S:l n:pe:d%e i :l p%v f:lNejর অন্তর্গত পেঁড়া গ্রামে (বর্তমানে হাওড়া জেলার অন্তর্গত) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
২. কবির পিতা ছিলেন নরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়।
3. j:aj - i h%el
৪. কবি নিজে কনিষ্ঠ পুত্র
5. BIJ %aei j:C %Rm x- L) Qa% %S l:ju (fbj)
M) AS% l:ju (j d%j)
N) cu:l:j l:ju (aæf%u)
৬. ভারতচন্দ্র অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন।
৭. কথিত আছে নরেন্দ্র নারায়ন মহারানী বিষুকুমারীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। আপমানিতা মহারানী তাঁর দুই সেনাপতি আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্রের সাহায্যে নরেন্দ্রনারায়নের পেঁড়া গড় আক্রমণ করেন এবং অধিকার করেন।
৮. কবির মাতুলালয় ছিল মঙ্গলঘাট পরগনার গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রাম।
৯. ভারতচন্দ্র সারদা গ্রামের নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।
১০. ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার প্রথম স্ফূরণ ঘটে রামচন্দ্র মুখীর গৃহেই। এখানে তিনি দুটি সতাপীরের পাঁচালী রচনা করেন। f:jQ:m% দুটির একটি ত্রিপদীতে এবং অন্যটি চৌপদীতে লেখা।
১১. কবির পিতা বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কিছু জমি ইজারা নেন। সেই জমি তদারকির জন্য মোক্তার রূপে তাঁর পিতা ও ভ্রাতারা তাঁকে বর্ধমানে পাঠান। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাতে না পারায় মহারাজ সেই জমি কেড়ে নেন ভারতচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলে মহারাজ তাকে বন্দী করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন।
১২. কারাধ্যক্ষ তাঁকে গোপনে মুক্তি দেন।
১৩. এরপর অর্থ উপার্জনের আসায় ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরীর কাছে গমন করেন। ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরী a%l বন্ধু নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তাকে সভাপতির পদে বরন করেন এবং ‘রায়গুণাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেন।
১৪. ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভা মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়ি তৈরীর জন্য ১০০ টাকা এবং বার্ষিক ৬০০ টাকার বিনিময়ে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন।

১৫. ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠাত্মক ভঙ্গীতে নোগাষ্টক রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান।
১৬. মহারা কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার থেকে মূল্যজোড় বাসীদের বাঁচান। এই সময়েই ভারতচন্দ্র রচনা করলেন ‘রসমঞ্জরী’ নামে একটি কাব্য।
১৭. ‘রসমঞ্জরী’ কাব্য রচনা করেন ১৭৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ কবির বয়স তখন প্রায় ৪০ বছর। এরপর আরও আট বৎসর বেঁচেছিলেন। ১৭৬০ খ্রিঃ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।
১৮. ‘রসমঞ্জরী’ পূর্বে সংস্কৃত, হিন্দী বাংলা ভাষার মিশ্রণে ‘চণ্ডী’ নাটক নামে একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।



teachinns
Text with Technology

Sub Unit-8**°Qaeſi jNha (BœMä)
h%çjhecj**

বাংলায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’। প্রথমে বইটির নাম ছিল ‘চৈতন্যমঙ্গল’ z °Qaeſi jNha’ বড় বই। তিনখন্ডে বিভক্ত। ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। আদি খন্ডে পনেরোটি অধ্যায় আছে। চৈতন্যদেবের গয়া থেকে প্রত্যাগমনে শেষ। মধ্য খন্ডে সাতাশটি অধ্যায়। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণে পরিসমাপ্ত। অন্ত্য খন্ডে আছে দশটি অধ্যায়। গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও গুণ্ডিচা যাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণিত।

BœMä:

এখানে বর্ণিত আছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম, প্রথম যৌবনে তীর্থ ভ্রমণ, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ, তর্ক যুদ্ধে কেশব কাশ্মীরিকে পরাজিত করা, লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু, বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ, যবন হরিদাসের কাহিনী, পিতৃপিণ্ড দানের জন্য গয়া গমন, ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষালাভ এবং গয়া থেকে নবদ্বীপে প্রভুর ফিরে আসা পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। চৈতন্যের মৃত্যু রহস্য উন্মোচিত না হওয়ায় তিনি নীরব থেকেছেন। অসম্ভাব্য সত্য কিংবা সম্ভাব্য মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য রূপে পরিবেশনের প্রয়াস পাননি। তাই চৈতন্য ভাগবত অসম্পূর্ণ, হলেও শ্রেষ্ঠ চরিত্রগ্রন্থ। বাল্যে চৈতন্যের দেবের দামাল দুরন্তপনায় ঘরে মা শচী দেবী বিচলিত, গঙ্গা ঘাটে স্নানার্থীরা বিব্রত, কৈশোরে তার তীক্ষ্ণ মেধায় অধ্যাপক বিস্মিত। লোচনদাসের মত সত্যপ্রিয় হননি, জয়ানন্দের মতো চটকাদরি মন্তব্য করেননি (বৃন্দাবনদাস)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো ধর্মদর্শন ও তত্ত্বকথায় বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। মানবায়নের প্রশ্নে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত শ্রেষ্ঠ রচনা সন্দেহ নেই।

abf

1z h%çjhe çj I Qa °Qaeſi jNha’ গ্রন্থের আদি খন্ডের অধ্যায় ১৫ টি।

২। বৃন্দাবন দাসের পিতার নাম বৈকুণ্ঠ নায়। মাতা-নারায়নী, শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

৩। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বৃন্দাবন দাসের জন্ম ১৫৩৫ খ্রীঃ।

৪। সুকুমার সেনের মতে ১৫০৭-১৫১৫ খ্রীঃ মধ্যে বৃন্দাবন দাসের জন্ম।

৫। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫১৯ খ্রীঃ বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন।

৬। বৃন্দাবন দাস প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

7z °Qaeſi jNha’ চৈতন্যের পাঁচটি নাম পাওয়া যায়।

A) çnñh

B) çjç

ই) গৌরচন্দ্র

ঈ) গৌরঙ্গ দাস

E) nñl. °Qaeſ

৮। আদি খন্ডে চৈতন্যের গয়া গমন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়।

৯। হরি সংকীর্তন হল কলিযুগের ধর্ম। এই যুগ ধর্ম রক্ষাহেতু নারায়ণ শচীনন্দন রূপে সপার্ষদ মতো অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১০। গদাধর শ্রীহর-র বাসিন্দা, নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। চৈতন্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হেতু তাঁকে ‘দ্বিতীয় চৈতন্য’ hmj quz

১১। ‘সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি’ - আদি খন্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস এই মন্তব্য করেন।

১২। চার যুগে বিষু, চার বর্ন ধারণ করেন। সত্যযুগে শ্বেতবর্ন, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ন, দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ন এবং কলিযুগে পীতবর্ন ধারণ করেন।

১৩। চৈতন্যদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এবং নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।

১৪। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে চৈতন্য পাট গ্রহণ করেন।

১৫। বনমালী আচার্য চৈতন্যের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহের সঠিক করেছিলেন।

16z mrññjçj çfajç ejç hōi BQjç

১৭। বৃন্দাবন দাস দেনুড়ে ‘চৈতন্যভাগবত’ রচনা করেন।

১৮। মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে বরাহ রূপে দেখিয়েছিলেন।

- ১৯। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ এর পূর্বে নাম ছিল ‘শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল’^২
- ২০। চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের গৃহে আশ্রয় নেয়।
- ২১। প্রতাপরুদ্র ছিলেন ওড়িষ্যার রাজা, কাশীমিশ্রের শিষ্য।
- ২২। রামানন্দ রায় ছিলেন ভবানন্দ প-নায়কের পুত্র। ওড়িষ্যার অন্যতম জমিদার।
- ২৩। আদিখন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বৃন্দাবন দাস পাঁচটি রচনা করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে ‘ধানশী’, "fVj "lɛ, "eˈj %m' J "j %m' রাগে গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন।
- ২৪। আদি খন্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে চৈতন্য সর্পাধাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ পান।
- ২৫। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যনাতন, রাজ পন্ডিতের কন্যা বিষুপ্ৰিয়ার সঙ্গে চৈতন্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হয়।
- ২৬। পঞ্চদশ অধ্যায়ে চৈতন্য পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াতীর্থে যাত্রা করেন।
- ২৭। গয়ায় যে সমস্ত তীর্থে চৈতন্য পিণ্ডদান করেছিলেন, তা ক্রমানুসারে হল-
g0Nɤ aɪɪN > গিরিশঙ্কে, প্রেতগয়া > cɪr-e-jɪep > nɛɪ j Nuɪ > ɔɪɪɪɪ Nuɪ > Eɪɪ jɪep > i ɪ j Nuɪ > ɔɪɪ Nuɪ > hɪɪ Nuɪ > ষোড়শ গয়া > Nuɪ ɔɪɪ



teachinns

Text with Technology

Sub Unit - 9**Lo·cip LhljS- °Qaeſ Qlajʔa
(j dſmfmj)**

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর জন্য বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। আনুমানিক ১৫২৫ খ্রী: কাছাকাছি সময়ে। পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। বিপুল পান্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। কবি নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে যান এবং বৃন্দাবনে রূপ সনাতন এবং অন্যান্য গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রবাদ এই যে কবি জাতিতে বৈদ্য এবং রূপ, সনাতন, জীব গোপালভ- , lo·cip j lo·cip i - কে কৃষ্ণদাস শিক্ষাগুরু বলেছেন।

Lo·cip LhljS HI lQa "nſ °Qaeſ Qlajʔa' Nſ Bſ-jdſ-অন্ত্য খন্ডে বিভক্ত। মধ্যলীলায় আছে ২৫ টি পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণদাস চৈতন্যের প্রলম্বসম্মাস জীবন সংক্ষেপে ব্যক্ত করে চৈতন্যের সম্মাসোত্তর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করে বহু তত্ত্বদর্শনের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে। কেউ বলেন ১৫৩৭ শকাব্দই চৈতন্য চরিতামৃত রচনার কাল। আবার অন্যভাবে হিসেব করলে ১৫৩৪ শকাব্দ = ১৬১২ খ্রী: ৭ ই জুন। কবি অশীতিপর বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন বলে মনে করা হয়। কবিএইগ্রন্থ রচনার সময় নিজেকে জরাতুর বলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের প্রায় আটচল্লিশ বছরের জীবনকথা তিনখন্ডে বাষ- পরিচ্ছেদে কাল ও ঘটনার ক্রমানুসারে সুসজ্জিত করে চৈতন্য তত্ত্ব তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস করেছেন।

খন্ডগুলিকে তিটি লীলা অভিধায় ভূষিত করেছেন। আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ সংখ্যা যথাক্রমে ১৭, ২৫ ও ২০২

মধ্যলীলায় চৈতন্যের সম্মাস গ্রহন থেকে শেষ তীর্থভ্রমণ পর্যন্ত ২৫টি পরিচ্ছেদে ছয় বছরের সম্মাসজীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে, চৈতন্যের সম্মাস গ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, লীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে স্বমর্তে আনয়ন, বৃন্দাবন থেকে কাশী, কাশী থেকে বৃন্দাবন, Bhjর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, আবার সেখান থেকে কাশী, বৃন্দাবন তারপর নীলাচল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা মধ্যলীলায় ঠাই পেয়েছে। মধ্যলীলায় গৌরব বর্ণনার জন্য নয়, এখানে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তি, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব ও তার পর্যায় ব্যাখ্যা, সনাতনকে উপদেশের ছলে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কৃষ্ণদাসের মননশক্তি ও দার্শনিকতার ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় নেই।

abſ

- ১। মধ্যলীলায় চৈতন্যের সম্মাসগ্রহণ থেকে শেষ তীর্থ ভ্রমণ পর্যন্ত ছবছরের কথা বলা হয়েছে। মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৫।
- ২। চৈতন্যদেব নীলাচলে ১৮ বছর ছিলেন এর মধ্যে প্রেমভক্তি বিবর্তনের কারণে ছয় বছর ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন।
- ৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোট তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে দুখানি আর বাংলায় একখানি।
- ৪। বৈষ্ণব সমাজের শিরোমনি-বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর নির্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থখানি রচনা করেন।
- 5z "nſ nſ °QaeſQlajʔa' রচনা করতে কবির দীর্ঘ ৯ বছর লাগে।
- ৬। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থ হল রসামৃতসিন্ধু, বিদſ j jdh, E< ল নীলমনি, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী প্রভৃতি।
- ৭। রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে।
- ৮। গৌরঙ্গ প্রভুর সম্মাস গ্রহণের ঘটনা ঘটে মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে।
- 9z lſ- সনাতনের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন ঘটে রামকলিতে।
- ১০। শ্রী গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর কপোতেশ্বর দর্শনের বিবরণ আছে মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে।
- ১১। মহাপ্রভু বাসুদেব ব্রাহ্মনকে কুণ্ট ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে কৃষ্ণনাম করার উপদেশ দেন মধ্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে।
- ১২। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে গোদাবরী তীরে।

- ১৩। শ্রী সনাতন গোস্বামী সহ মহাপ্রভুর সন্মুখ তত্ত্ব বিচার ও শ্রীকৃষ্ণ - ঐশ্বর্য বর্ণনা রয়েছে মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে।
- ১৪। শ্রী সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি রসকথন রয়েছে মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে।
- ১৫। শ্রী সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর বিবিধ অভিদেয় সাধন ভক্তি কথন রয়েছে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে।
- ১৬। মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।
- ১৭। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করেন।
- ১৮। অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাহি সারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে-মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।
- ১৯। হলাদিনী সার অংশ তার প্রেম নাম।
Beñc-Deñ-রস প্রেমের আখ্যান-মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।
- ২০। না সো রমন না হাম রমনী,
দুই মন মনোভাব পেশল Siñez
মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।
- ২১। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে তীর্থ পর্যটনের ঘটনা রয়েছে মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে।



teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 10**nĒLo· ħSu - j%mdl hp̄****abĒ**

- ১। মালাধর বসুর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জৌ গ্রামের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থ বংশে।
- 2z ĤfaiĒ ej i iNĒb, jjaĒ C%ĵ aĒ
- ৩। বাংলা ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু রুকনুদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) পৃষ্ঠপোষকতায় ভাগবতের দশম (কৃষ্ণজন্ম থেকে দ্বারকালীলা) ও একাদশ কৃষ্ণের তনুত্যাগ ও যদুবংশের ধ্বংস ঋক্ অবলম্বনে পয়ার-ঐপদীতে তাঁর গ্রন্থ "nĒLo· ħSu" রচনা করেন।
- ৪। গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বরবকশাহ তাঁকে 'গিনরাজ খান' উপাধি দান করেন।
- ৫। দয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ মালাধর বসুকে 'গুনরাজ ছত্রী' বলা হয়েছে।
- ৬। গ্রন্থোৎপত্তির কারন হিসেবে মালাধর বসু লিখেছেন - 'স্বপ্নে আদেশ দিলেন pra ĥĥĥp aĒ B' j te ĥĥ ĥĥĥ ĥĥĥ rĥĥ'z
- ৭। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের 'বিজয়ের' অর্থ 'শ্রীকৃষ্ণের গৌরবকাহিনী' বা 'শোভাযাত্রা' ĥj "j %m" বলে অনুমান। মালাধর বসুর "nĒLo· ħSu" ĥj "nĒLo· j %m" কে কোনো কোনো পুথিতে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- 8z Lĥ aĒ "nĒLo· ħSu"-এ গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করে লিখেছেন - তেরশ পঁচান্না ই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ cĒ শকে হৈল সমাপন। অর্থাৎ কাব্যের রচনা কাল ১৩৯৫-1402 nLjĒ, ĥj 1473-80 MĒz AbĒw Ljĥĥw IQej করতে মোট ৭ বছর সময় লেগেছে।
- ৯। কাব্য রচনার অভিপ্রায় সম্পর্কে মালাধর বসু লিখেছেন-
ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
সুন হে পন্ডিত লোক একচিন্ত মনে।
কলি য়োর তিমির জাতে বিমোচন।
ভাগবত শুনি আমি পন্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।
- ১০। ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক-
'ততো বালধুনিং শ্রুত্বা গৃহপালাং সমুখিতাঃ'z
- ১১। মালাধর বসু কাব্যের শুরুতেই 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনার উদ্দেশ্যে যে লোকনিস্তারন ও মনোরঞ্জন তা ব্যক্ত করেছেন।
- ১২। লোকনিস্তারনের জন্য পুরানের তত্ত্বদর্শনের আনুগত্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মনোরঞ্জনের জন্য লোকশ্রুত বহুকাহিনির সংযোজন করে সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পান করেছেন।
- ১৩। ভাগবত বহির্ভূত যে সমস্ত কাহিনী তিনি গ্রহন করেছেন, তা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরান গ্রন্থে বর্তমান।
- ১৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত গ্রহ-erĒ-mNĒরাশির উল্লেখ আছে, তেমনি নামকরনে অনুরূপে বাঙালিয়ানার ছাপ পড়েছে।
- ১৫। গোঁড়ী সমাজের জীবনচিত্র, সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে ফুটে উঠেছে।
- ১৬। সেকালের সমাজের আচরিত ধর্ম-কর্মের বেশ কিছু পরিচয় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে বহুবার চন্ডী পূজার উল্লেখ আছে।

Sub Unit - 11

Life of the Author [Background of the Author]

কৃত্তিবাসী রামায়নে কবি কাল ও কাব্য তিনটি বিষয়েই রহস্যঘন জটিলতা বিদ্যমান, কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়নের কতখানি কৃত্তিবাসের নিজের রচিত আর কতটা লিপিকর-LbL-গায়নদের ইচ্ছামতো সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন তা বলা মুশ্কিল। ফলে fDma J jêa বহুল প্রচারিত কৃত্তিবাসী রামায়নের প্রাপ্ত পুথি সংখ্যাও অনেক।

কবি ও কাল নির্ণয়ের জটিলতাও কম নয়। কৃত্তিবাস যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেছেন, তাতে কাল নির্ণয়ের ভীষন জটিলতা দেখা গেছে। এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তরঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে বিতর্কহীন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি।

কৃত্তিবাস ওঝার একটি আত্মবিবরণী পাওয়া গেছে। তাতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববঙ্গে বেদানুজ মহারাজার পাত্র ছিলেন নরসিংহ ওঝা। সেখানে সমস্যা তৈরি হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ আসেন। গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বাস করতে থাকেন। নরসিংহ ওঝার পঞ্চম EŠI-পুরুষ কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। মাঘমাসে শ্রী পঞ্চমী তিথিতে রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বারো বৎসর বয়সে উত্তরবঙ্গে, পদ্মাতীরে গমন করেন। বিদ্যার্জনের পর গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাতটি শ্লোক লিখে রাজাকে সংবর্ধনা জানান। কৃত্তিবাসের শ্লোক শুনে খুশি হয়ে রাজা তাঁকে মালাচন্দনে বরন কর্তৃক সম্মানিত করেন। কৃত্তিবাস অবশেষে সপ্তকান্ড রামায়ন রচনা করেন।

কৃত্তিবাস বলেছেন -

আদিভাবার শ্রী পঞ্চমী পূর্ণ (পূণ্য) মাঘমাস তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

অর্থাৎ কোনো এক মাঘমাসের একরবিবার কবির জন্ম। সেদিন পঞ্চমী তিথি। কিন্তু সেদিন যে মাঘ মাসের সংক্রান্তি (= fêlj;0 মাস) সে বিষয়ে সংশয় আছে। কথাটি পুন্য: ও হতে পারে। অতঃপর কুলজী গ্রন্থে কুলীনদের বংশ তালিকার সূত্র ধরে দীনেশচন্দ্র i -চার্য কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কালের প্রয়াস পান। তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষপ্রান্তে কৃত্তিবাসের Seŧ qJua সম্ভব। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রী: ও জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি রফনুদ্দীন বরবকশাহের কাছেই সংবর্ধনা লাভ করেন।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রামায়নকার কৃত্তিবাস ওঝা তিনি মূলত বাল্মীকি রামায়নকে অবলম্বন করে সাতকান্ড রামায়ন রচনা করেছিলেন। তাছাড়াও অধ্যাত্ম রামায়ন, দেবীভাগবত ইত্যাদি পুরান থেকে পছন্দমতো আখ্যান গ্রহণ করেছেন, বেশ কিছু কাহিনী নিজে সংযোজনও করেছেন, বাল্মীকি রামায়নের অনুসৃতি সত্ত্বেও সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সব মিলিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ন আখ্যান কাব্য তথা বাঙালি জীবনের মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত।

BôLjâ:

BôLjâ-এ কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম-রামায়নের কাহিনী সূত্রে বাল্মীকির প্রথম জীবনের দস্যু বৃত্তির আখ্যান বর্ণনা করেছেন। চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, হরিত এর রাজ্যভিষেক, একা হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান এই কাণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। ‘হরিশচন্দ্র উপাখ্যান’ fêlj;ea দেবীভাগবত পুরান অবলম্বনে রচিত। সাগর বংশের উত্থান-fae J N%কে মর্ত্যে আনার মধ্য দিয়ে সাগর বংশের উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। সৌদাস রাজার উপাখ্যান ও দশরথের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশরথের পাঁচ বছর বয়সে পিতার সিংহাসনে বসেন। পরে একে একে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এরা সকলেই Rm ê:p;lez a;C I;S; fêlj;u p;তশ পঞ্চাশ জনকে বিবাহ করেন। এরপরেও রাজা দশরথ নিঃসন্তান থাকেন। পরে ধাত্য শৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে যজ্ঞ করলে নারায়ণ স্বয়ং অম্বক মুনির দেওয়া যজ্ঞের ফলের মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রধান্য তিন রানী সেই ফল ভক্ষণ করলে রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন এর জন্ম হয়। পরে রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে মিথিলায় গিয়ে ধনুক ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেন। অপর তিন i ইয়ের বিবাহ দিয়ে অযোধ্যায় ফেরেন।

m̃ljä:

লঙ্কাভ্রমণ বীরও করুন রসের মিশ্রনে উপভোগ্য। লঙ্কায় শক্তিকে হনুমানের বিশালকরনী আনয়নের জনপ্রিয় কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাস অদ্ভুত রামায়ণ থেকে এ কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাস বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও শক্তধর্মের প্রভাব সম্পর্কে HI সচেতন ছিলেন। ‘শমন-ভবন নাহ গমন, যে লয় রামের নাম’ ইত্যাদি বাক্যে বৈষ্ণবের আদর্শে নরকে গতি লাভ করা মহাপাপীর রাম নামে মুক্তি ঘটে। লঙ্কাভ্রমণে রামাবলী গায়ে দিয়ে রামের বিরুদ্ধে ভক্ত তরনী সেনের যুদ্ধ। লঙ্কা, হাণ্ডি, দেবী বা স্বয়ং রামচন্দ্র কেউই প্রথমে পরাজিত করতে পারেন না তরনী সেনকে। একমাত্র বিভীষণ জনত তরনী সেনের (পুত্রের) মৃত্যুর উপায়। বিভীষণের কথা মতো রাম ব্রহ্মবান নিক্ষেপ করে এবং তরনী সেন জয় শ্রী রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিভীষণ ইন্দ্রজিতকে বধ করার জন্য লঙ্কাকে নিয়ে নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। মেঘনাদ অদৃশ্য হয়ে মেঘের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রহ্মার বর অনুযায়ী যজ্ঞ ভঙ্গকারী লঙ্কায় বানে মেঘনাদের মুণ্ড ছিল হয়ে যায়, বাল্মীকি রামায়ণে অকালবোধনের আয়োজন করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসদ শারদীয়া দুর্গাপূজার ভিত্তিভূমি রচনা করেন।

অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ ‘বাল্মীকি ও Lēship’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ‘তরনী সেন, বীরবাহু, ভাস্করোচন ইত্যাদি প্রসঙ্গ, গন্ধর্বদের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ, হনুমান ও সূর্যবত্তান্ত, মহীরাবন ও অহীরাবন বধ, রামের দুর্গোৎসব, কালিকা উত্তি..... অর্থাৎ লঙ্কাভ্রমণের প্রায় সমগ্র শেষ অংশে সবকিছুই কৃত্তিবাসের স্বকপোল কল্পিত। কাহিনী বিয়োজন-সংযোজন-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাঙালির রুচি, বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, তাতে বাঙালি জাতি রামায়ণের মধ্যে মানস মুক্তির ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। আখ্যান কাব্য হিসাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাহিত্য মূল্য অপরিমিত।

abf

1z 1802-1803 ME মধ্যে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকখন্ড সর্বপ্রথম মুদ্রিত রূপে প্রকাশ পায়।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃত নাম ‘শ্রীরাম পাঁচালি’z

৩। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৭টি কাণ্ড। কাণ্ড...লি হল আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরন্যাকাণ্ড, কিস্কিন্দাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাাকাণ্ড Hhw EšILjāz

৪। দেবী ভাগবত বর্ণিত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

৫। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের সূত্র ধরেই ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

৬। রাজা দিলীপের দুই বিধবা পত্নীর সমকামিতার সূত্রে ভগীরথের জন্মের কথা কৃত্তিবাসের সংযোজন।

৭। কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্রম পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে কৃত্তিবাসী শরৎকালীন অকালবোধের বর্ণনা করেছেন।

৮। সুমেরু পর্বত থেকে গঙ্গা চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়। বসু, ভদ্রা, শ্বেতা ও অলকানন্দা।

৯। রাজা দশরথ ভৃগুরাম মুনির কাছে শব্দভেদী বান শিক্ষা করেন।

১০। রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়ায় অযোধ্যা নগরে চৌদ্দ বছর অনাবৃষ্টি হয়েছিল।

১১। বালিপুত্র অঙ্গদের জন্মের নেপথ্যে দেবতাজের উল্লেখ নেই।

১২। বানরদের মন্ত্রী জাম্বুবান ও সেনাপতি নীল।

13z ৫nñjæ Iij J m̃lñকে সুমন্ত্র দীক্ষা দান করেন। এই মন্ত্রবলে শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জয় করে বহুকাল অনাহারে কাটানো যায়। বহুকাল অনাহারে থাকার ফলে লঙ্কায় ইন্দ্রজিত নিধনে সক্ষম হয়।

১৪। তাড়কা হত্যার পর রামচন্দ্র অহল্যার তপোবনে গমন করেন এবং পাষাণী অহল্যাকে পাদস্পর্শ দান করে তার পাশমুক্তি OVjez

১৫। পরশুরামের দর্পচূর্ণ করে রামচন্দ্র তার স্বর্গপথ রুদ্ধ করে দেন।

১৬। রামচন্দ্র গরুড়কে স্মরণ করায় কুশদ্বীপ থেকে এসে রাম-m̃lñকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে।

১৭। রামচন্দ্র গরুড়কে বর দিতে চাইলে গরুড় বংশীধারী বনমালী রূপ দর্শনের বাসনা প্রকাশ করে। রামচন্দ্র তার বাসনা পূরণ করেন।

১৮। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাবণের সহযাত্রী ছিলেন পুত্র ইন্দ্রজিত, কুন্তকর্ণের পুত্রদ্বয় কুন্ত-œLñ J রাবণের সেনাপতি।

১৯। সুগ্ৰীব কুন্তকর্ণের নাসিকাবর্ন ছেদন করে।

২০। রামচন্দ্র ব্রহ্ম অস্ত্রে কুন্তকর্ণকে সংহার করেন।

২১। হনুমান দেবাস্তক ও ত্রিশিরাকে হত্যা করে।

২২। হেমকূট মহাপাশকে হত্যা করে।

- ২৩। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যাত্রায় ইন্দ্রজিৎ এর বানে রাম-mrle jRb qez
 ২৪। ঋষ্যমুক পর্বত থেকে হনুমান ধnmfLlef, pheLlef-AUp' jlef J j'ap' thef-এই চার প্রকার ঔষধ নিয়ে আসে।
 ২৫। বিভীষন পুত্র তরনী সেনকে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্রে বধ করেন।
 ২৬। রাবন দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করে লানকে শক্তি শেলে বিদ্ধ করেন।
 ২৭। ধnmfLlef, ghm, efmeH fja, f%meH Xv; lLaXheH Hhw ütheH
 ২৮। অনুমাদন গন্ধমাদন পর্বতে কালনেমিকে হত্যা করে।
 ২৯। মন্দোদরীর অবৈধব্যের হেতু রাবনের চিন্তা অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকবে।
 ৩০। ইন্দ্র লঙ্কার যুদ্ধে মৃত বানরদের জীবন দান করেন, সীতা উদ্ধারের জন্য নির্মিত সেতু লঙ্কান ভেঙে দেয়।



teachinns
 Text with Technology

লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না
দৌলত কাজী

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নার সঙ্গে লোরচন্দ্রানীর মিলন শিল্পসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই খণ্ডে দৌলত কাজি মূলত সাধনের মৈনাসৎ কাব্যের অনুসরণ করেছেন। দৌলত কাজি ময়নাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যিভের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে গৌরবের আসন দান করেছেন। দৌলত কাজি তাঁর গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রেখে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর দেহত্যাগ করলে পরে এ কাব্যের বাকি HL-তৃতীয়াংশ সৈয়দ আলাওল সমাপ্ত করেন। কবিত্বশক্তির গুনে দৌলত কাজি আলাওলের থেকে অগ্রগন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐন্দু কবির। দেব-দেবীকে নিয়ে কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু দৌলত কাজি নর-নারীকে অবলম্বন করে তার কাহিনী রচনা করেন যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথাকে ভেঙ্গে দেয়।

abf

১. সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দৌলত কাজি এবং সৈয়দ আলাওল।
২. আসরফ খাঁ দৌলত কাজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন -
টেট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনো জনে।
দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥
৩. মোল্লা দাউদের ‘চন্দ্রাইন’ ও মিয়া সাখনের হিন্দীকাব্য ‘মৈনাসং’ থেকে কাহিনী গ্রহন ভাষার পাঁচালির ছন্দে সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেন।
৪. কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজি বিসমিল্লা অর রহমান রহিম আল্লাহ করিমকে বন্দনা করে লোরচন্দ্রানী কাব্য শুরু করেছেন।
৫. কর্ণফুলী নদীর পূর্বদিকে রোসাঙ্গনগর অবস্থিত।
৬. দৌলত কাজি সুফী শাখার অন্তর্গত চিশতী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।
৭. রাজা লোর রাজ্যপাট মহাদেবীর হাতে সমর্পন করে কানন বিহারে গমন করেন।
৮. গোহারি রাজ্যের সূর্যবংশীয় রাজা মোহরা রানী মহাদেবী। তার কন্যা চন্দ্রানী এবং জামাতা বামন।
৯. hje hfl QŁŁefwPLz
১০. QŁŁefwPLz pqQlfl ej hQŁmMiz
১১. লোর বামনকে ব্রহ্মশায়ের দ্বারা হত্যা করে।
১২. লোরের সারথি ও সখা হল মিত্রকন্ট।
১৩. সর্পাঘাতে চন্দ্রানীর প্রান বিয়োগ ঘটে।
১৪. একজন পরম যোগী মৃত সঞ্জীবনী শর্ত সাপেক্ষে চন্দ্রানীর প্রান দান করেন। শর্তটি হল দ্বাদশ বৎসর তাকে ‘নারীদায় হয়ে থাকতে হবে’ z
১৫. pʳয় রাজার কন্যা নবশশীর রূপে মুʳ হয়ে ঋষি অঙ্গীরা মনে মনে তাকে কামনা করে। এরপর নারদ এসে সরাসরি রাজার কাছে তার কন্যার পানিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা নারদের হাতে কন্যাকে সমর্পন করলে অঙ্গীরা ক্ষুণ্ণ হন।
১৬. ছাতনা কুমার ময়নার রূপে মুʳ হয়ে রত্নামালিনিকে ময়নার মন ভোলানোর জন্য প্রেরণ করে।
১৭. jQŁmŁীর কন্টে স্বামী বিহনে ময়নার দুঃখের বারমাস্যা বর্ণিত হয়েছে।
১৮. ময়নার বারমাস্যা আষাঢ় মাসের বর্ণনা দিয়ে শুরু জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা অসমাপ্ত রেখে দৌলত কাজি পরলোক গমন করেন।
১৯. আলাওল পরবর্তী অংশ রচনা করেন। তিনি উপেন্দ্রবজ্রা - lae LmLj - Be%chjŁ EfmŁe J fDäafe QŁŁefl j। কাহিনী সংযোজন করেন। কাহিনী দুটি আলাওলের নিজস্ব ভাবনায় রচিত।
২০. ময়নার বিরহ ব্যাথা উপশমের জন্য তার সখী উপেন্দ্রদেবী - laeLmLj - আনন্দবর্মা উপাখ্যানটি শুনিয়েছেন।
২১. লোর-চন্দ্রানীর পুত্র প্রচন্ডতপনের চন্দ্রপ্রভার বিবাহ দিয়ে তার হাতে গোহারির রাজ্যসভার অর্পণ করে লোর চʳfŁepq ŁeS রাজ্যে ফিরে এলে ময়নাবতীর সঙ্গে তাদের মিলন হয়

Qđœ

f*o Qđœ x-

- লোরক - কাব্যের নায়ক।
- মোহরা - চন্দ্রানীর পিতা (গোহারী দেশের রাজা)।
- hŕpe i jlaf - juej afŕ cŕz
- hje - Qŕcfeŕ üj ŕz
- fŕä afe - লোরচন্দ্রানীর পুত্র।
- nŕŕ সেন - মানিকাপুরের রাজা।
- নরেন্দ্র - ছাতন কুমারের পিতা।
- RŕaeLjŕl - রাজা নরেন্দ্রের পুত্র।
- উপেন্দ্র দেব - ধর্মবতী রাজ্যের রাজা।
- Beŕchjŕl - উপেন্দ্রদেব এবং রতন কলিকার পুত্র।
- কালকেতু - রত্নপুরের রাজপুত্র।
- ŕj œLŰ - লোরকের সারথি।

ejŕf Qđœ x-

- Qŕcfeŕ - বামনের স্ত্রী।
- juej afŕ - লোরকের স্ত্রী।
- p* ej - Qŕcfeŕ dŕUz
- laj jŕmeŕ - ছাতন কুমারের দূতী।
- hŕpe i jlaf - juej afŕ cŕz
- Qŕcfeŕ j - শূদ্রসেনের কন্যা।
- laeLœLj - উপেন্দ্রদেবের স্ত্রী।
- jcej "ŕf - আনন্দবর্মের স্ত্রী।

Text with Technology

Sub Unit – 14**ফক্কাফ - াপুচ ঝম্জম**

ঐশ্বর্য্য রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরের রাজা রত্নসেনের বিবাহ এই কাব্যের মূল বিষয় এ ছাড়া এই বিবাহে শুকপাখির ভূমিকা। রত্নসেনের প্রথমা স্ত্রী নাগমতীর দুঃখ, রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন, আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ, রত্নসেনের মৃত্যু, ঐশ্বর্য্য - ফক্কাফ পূর্বে কাঁচি কাঁচি লাক্ষ্মী Lহিনীর উপর ভিত্তি করে ‘পদ্মাবতী’ লিখিত হয়েছিল।

অব্

১. কবি সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতকে ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন।
২. আলাওল পিতার সঙ্গে জলপথে পর্যটনকালে জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পিতার জীবননাশ ঘটে এবং আলাওল আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে আরাকান বা রোসাঙ্গে এসে উপস্থিত হন।
৩. আরাকান রাজসভায় তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রূপে সৈন্যদলে যোগদান করেন।
৪. আলাওলের পাসিত্য ও সঙ্গিত নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রাজ - আমাত্য মগন ঠাকুর তাঁকে আমাত্যসভায় নিয়ে আসেন।
৫. মগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় খদোমিত্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫ - ১৬৫২) ঝম্জম জগদীশ্বর সিংহ লক্ষ্মী "ফক্কাফ" অবলম্বনে ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করেন।
৬. ফক্কাফই আলাওলের প্রথম রচনা।
৭. ঝম্জম পুঁজি দ্বারা - কাদির সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।
৮. বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞানী, সাহিত্যরসিক মগনঠাকুর উদারচেতা মানুষ ছিলেন।
৯. আলাওল জায়সীর কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেননি। আলাওল ও জায়সী কারো কাব্যে খন্ডবিভাগ ছিল না।
১০. গ্রীয়ার্সন ও রামচন্দ্র শুল্ক সম্প্রদানকালে খন্ডবিভাগ করেছিলেন।
১১. জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খন্ডের মধ্যে আলাওল ৫৩ টি খন্ড অনুবাদ করেন। বাকি পাঁচটি সাতসমুদ্র খন্ড, নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খন্ড, স্ত্রীভেদ খন্ড, বাদসাহ ভোজ খন্ড ও উপসংহার খন্ড বর্জন করেছেন।
১২. স্বকপোলকল্পিত চারটি খন্ড যথা চৌগান খন্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব খন্ড, পদ্মাবতী - কপাটদৌত্য খন্ড সংযোজন করেছেন।
১৩. পদ্মাবতীর দ্বিতীয় খন্ডে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে।
১৪. সিংহলের রাজা হলেন গনুর্ভ সেন। রানী চম্পাবতী। রাজকন্যা পদ্মাবতী।
১৫. মান সরোবরে পদ্মাবতী সখীদের সঙ্গে নিয়ে জলক্ৰীড়া করতে গেলে সেই সুযোগে শুকপাখি উড়ে যায়।
১৬. ব্যাধের কাছে ধরা পড়লে তার কাছ থেকে চিতোরের এক ব্যবসায়ী মহাজ্ঞানী শুককে ক্রয় করে।
১৭. চিতোরের রাজা চিত্রসেনের পুত্র রত্নসেন শুকের গুণপনার বর্ণনা শুনে লক্ষ টাকার বিনিময়ে শুক পাখিটিকে ক্রয় করেন।
১৮. HC öLfjMI ej qfj ez
১৯. চিতোরের রানী নাগমতী শুকের কাছ থেকে তার সুন্দরী সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে তাকে মেয়ে ফেলার নির্দেশ দিল।
২০. বুদ্ধিমতি ধাত্রী রানীর কথা মতো শুককে না হত্যা করে লুকিয়ে রাখে। রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এসে শুকের কথা জিজ্ঞাসা করলে দাসী হীরামনকে রাজার কাছে নিয়ে আসে। হীরামনের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে রত্নসেন শুককে নিয়ে যোগীবেশে পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
২১. নবশিখ খন্ডের অপর নাম পদ্মাবতী রূপবর্ণন খন্ড।
২২. রাজা রত্নসেনের সঙ্গে ষোল হাজার কুমার যোগীবেশে তার সহযাত্রী হয়েছিল।

২৩. বসন্ত পঞ্চমীর দিনে পদ্মাবতী মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। সেই মন্দিরে যোগী রত্নসেন পদ্মাবতীর দর্শন অভিনায়ে জপতপ করতে থাকেন।
২৪. হর পার্বতী ভাট ও ভাটিনীর ছদ্মবেশে রাজা গন্ধর্ব সেনকে রত্নসেনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পরামর্শ দেন।
২৫. মুর্ছিতা পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যা লক্ষী উদ্ধার করে তার প্রান সঞ্চার করেন।
২৬. সমুদ্র স্বয়ং ব্রাহ্মনের বেশ ধারণ করে রত্নসেনকে উদ্ধার করে পদ্মাবতীর কাছে নিয়ে আসেন।
২৭. রাজা সমুদ্রের কল্যাণে ধন-সম্পদ লোক-লস্কর সমস্তই ফেরত পেয়ে চিতোর যাত্রা করলেন।
২৮. অল্পদিনের মধ্যেই রত্নসেন প্রানত্যাগ করেন। তাঁর দুই রানী নাগমতি ও পদ্মাবতী a|l pqj'af qez

EÜa

1. “কৃতবর্নের মতো জায়সী তাঁহার কাব্য বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া লিখেন নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। বরং আলাওলের অনুবাদ হইতে এই ধারনায় হয় যে বাঙ্গলা দেশেই পদুমাবৎ কাব্যের প্রথম প্রচার হইয়াছিল।”
(ডঃ সুকুমার সেন)
2. “জায়সী মূলত অধ্যাত্মরসের কবি, সুফিতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য পদুমাবতে রূপক কাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছিল এবং পরিশেষে রূপক ভাঙিয়া মানবজীবনের পরিণাম দেখাইয়াছেন। আলাওল মুফীমার্গের কবি হইলেও নিছক ধর্মীয় রূপক হিসেবে এ কাব্য রচনা করেন নাই। বিশুদ্ধ মর্ত্য প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া কবি এই আখ্যান অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন।”
(ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়)



teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 15**নৃশংস ফকির****রামপ্রসাদ সেন , কমলাকান্ত ভট্টাচার্য**

প্রাচীন যুগ থেকে অর্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান সবার উপরে। মঙ্গলকাব্য অনুবাদ - পাঁচালি এবং শাক্তপদাবলী গড়ে উঠলেও শাক্ত পদাবলী তার আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্ব-জগৎকে চর্চা করে। রম্য নৃশংস আবহাওয়ায় ফকির-কালিকাকে নিয়ে যে গান রচনা করা হয় তাই শাক্তগান। শাক্তপদাবলী হল মাতৃমহিমাচক ও মাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনাবাচক পদসমষ্টি।

শাক্তকবির বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ এবং সাধারণ মানুষ হওয়ার বিপন্ন অস্তিত্বের তাড়নাতেই শাক্তগীতি বা শাক্তপদাবলী রচনা করেন। আগমনি ও বিজয়ার কিছু গান উমার বাল্যলীলা এবং হর পার্বতীর কাহিনী নিয়ে নির্মিত - যার শ্রেষ্ঠ অংশের নাম "BNj te' J "hSu' Njez

রামপ্রসাদ সেন - কবি রামপ্রসাদ সেন শাক্তগীতিকারদের মধ্যে অন্যতম। রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রাহক ঈশ্বরগুপ্তের মতে রামপ্রসাদ সেন ১৭২০ - ১১ খ্রিস্টাব্দে হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। একাধারে তিনি সাধক ভক্ত কবি, অন্যদিকে গায়ক, তাঁর সাদামাটা সুর, 'প্রসাদি সুর' নামে খ্যাত। রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টিগুলি হল - "Lj mlfal", "Lo. Lfal" নামে একটি অসমাপ্ত রচনা, 'কালিকামঙ্গল' h' "Lh" e hclj pcl' প্রভৃতি। রামপ্রসাদের একটি ছোট কবিতা 'সীতাবিলাপ' Hhw "hnp fal" নামে আরও বইও পাওয়া যায়। তবে তাঁর সাধনসঙ্গীত বা পদাবলী রচনাতেই বিপুল জনপ্রিয়তা। বর্তমানে প্রায় তিনশোটির মত তাঁর পদাবলির সংখ্যা। রামপ্রসাদের গান সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন মন্তব্য করেন -

"Cqil aml hwl joi - ভাষিত গীতরত্ন এ পর্যন্ত কোন কবি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই" - তখন তা যথার্থই বলে মনে হয়।

নৃশংস ফকির Lj mlfal i - jkll - রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী ধারার উত্তর সাধক কমলাকান্ত। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য SeNje করেন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অধিকা কালনা গ্রামে। পিতার নাম মহেশ্বর। মাতার নাম মহামায়া। বর্ধমানের রাজারা তাঁকে শুধুমাত্র সভাকবি করেননি, তাঁকে গুরু বলেও মেনেছিলেন। কমলাকান্ত তাঁর মাতুলালয় চান্না গ্রামে 'বিশালক্ষী দেবী'র মন্দিরে কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেন। কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি গ্রন্থ এবং কিছু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কবিতাও লেখেন। যা - "Lo. pwnfa" নামে অভিহিত। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে কোটালহাট গ্রামে Lj mlfal-এর গৃহ ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে মোট ২৬৯ টি পদ Rmz kl মধ্যে ২৪৫ টি শ্যামবিষয়ক এবং ২৪ টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। কমলাকান্তের 'আগমনি' J "hSu' l পদগুলি বিশেষ প্রশংসিত। বিশেষ করে কেউ কেউ 'আগমনি' পর্যায়ে কমলাকান্তকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করতে চান।

পদের সংখ্যা	fcLjI	fc	fkjI
1.	রামপ্রসাদ সেন	৭৭, HhI BjI Ej এলে, আর উমা পাঠাব না	BNj e
2.	রামপ্রসাদ সেন	গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।	hjmfmj
3.	রামপ্রসাদ সেন	ওগো রানি, নগবে কোলাহল, উট চল চল নন্দিনী নিকটে তোমার গো।	BNj e
4.	রামপ্রসাদ সেন	ওহে প্রাননাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার	hSuI
5.	রামপ্রসাদ সেন	আজ শুভনিশি পোহাইল aijI এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।	BNj e
6.	রামপ্রসাদ সেন	ভবের আশা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল।	ভক্তের আকুতি
7.	রামপ্রসাদ সেন	Bj aIC Aji je Ld, আমায় করেছ গো মা সংসারী	ভক্তের আকুতি
8.	রামপ্রসাদ সেন	মাগো তারা, ও শঙ্করি। কোন অবিচারে আমার ওপর করলে দুঃখের Xæ Sjd	ভক্তের আকুতি
9.	রামপ্রসাদ সেন	বল মা তারা দাঁড়াই কোথা আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা	ভক্তের আকুতি
10.	রামপ্রসাদ সেন	আমায় দেও মা তবিলদারী আমি নিমকহারাম নি শঙ্করী	ভক্তের আকুতি
11.	Lj mjLjI' i -Qj kN	আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে! গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।	BNj ef
12.	Lj mjLjI' i -Qj kN	ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে	BNj ef
13.	Lj mjLjI' i -Qj kN	বারে বারে কহ রানি, গৌরী আনিবারে। জানতো জামাতার রীত অবশেষ প্রকারে।	BNj ef
14.	Lj mjLjI' i -Qj kN	ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান শুনে R cI' e aji, eI IjM সতের মান	hSuI
15.	Lj mjLjI' i -Qj kN	কি হল, নবমী নিশি হইল অবসান গো	hSuI
16.	Lj mjLjI' i -Qj kN	ফিরে চাওগো উমা, তোমার বিধি মুখ হেরি অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো	hSuI
17.	Lj mjLjI' i -Qj kN	Sj e SjnI গো জননী, যেমন পাষণের মেয়ে।	hSuI

জংহ

“রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি গৃহী অথচ ত্যাগী, তিনি ভোগী অথচ যোগী। তাত্ত্বিক সাধনার এই বিচিত্র সমন্বয়ের
জংহিZfC aqjil Lthajl jzjZfz'' (njš² fcjhfm J nš² pdejI - Sqʔhf Qæʔhaŋ)

“আশ্বিন মাসের বরা শিউলি ফুলের মতো এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল দিনরাত্রি ঝরিতে, সেই সকল
আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-IQa qil, Eqi avLjmf ---- বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।” (দীনেশচন্দ্র সেন;
h%ai joj J piQat)

“Ij fβjc StNeñীর চরণে কেবল সাধনার বিলুপত্রই অর্পন করেননি, বেদনার রসসে বাৎসল্যের তর্পন করেছেন।” (অরুণকুমার
hp=: njš²Nŋa fcjhmf)



teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 16

মহুয়া পালা, দস্যু কেনারামের পালা

পল্লী গরামে লুকিয়ে থাকা সাহিত্য সংগ্রহে একদা ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ময়মনসিংহ থেকে যেসব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সুর।

fɔja - H...m hɔmɔ i ɔɔu lɔa,

ɔaɔa - বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ নামক অঞ্চলে এগুলি পাওয়া যায়।

aɔa - গীতিকা গুলির রচয়িতা হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া গেছে, তাঁরা বাঙালি কবি। বাঙালির জীবন ও মূল্যবোধ গীতিকা গুলিতে ফুটে উঠেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা গুলিতে কবির নাম পাওয়া গেলেও লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ময়মনসিংহ গীতিকা সরল আন্তরিকতা, পল্লীর মেঠো সুর ও প্রেমের মধুরগুন রূপায়নে রসিক সমাজে কাছে অভূতপূর্ব সমাদর অর্জন করেছে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ গীতিকা নামে মূল গাথাগুলির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন ময়মনসিংহ আধিবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে। প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্য ধর্ম নির্ধার সাহিত্য। ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি অসাধারণ ব্যতিক্রম। H...m jɔa fɔja fɔja। সঠিক কাল নির্ণয়ের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর স্থান নির্দিষ্ট করা না গেলেও বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, সন্দেহ নেই।

jɔu fɔm:

‘মহুয়া’ পালাটি দ্বিজ কানাই রচনা করেন। দ্বিজ কানাই জনশ্রুতি অনুযায়ী নমশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলে খ্যাত। ‘মহুয়া’ পালাটি nɔVLɔ ও ঘনোবহুল। ডাকাত সর্দার হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে দেশ ভ্রমণ করতে করতে ধেনু নদীর তীরে কঞ্চনপুর গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয় মাসের শিশু কন্যাকে চুরি করে। তার নামকরণ করা হয় ‘mɔu pɔɔfɔz aɔfɔ HLɔce ষোড়শী মহুয়াকে নিয়ে হুমরার দল গারো পাহাড় সংলগ্ন বনভূমি ত্যাগ করে বামনকান্দা গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখানেই নন্দা বা নদের চাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হুমরা বেদের কানে এই খবর পৌঁছলে তিনি বামনকান্দা ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প করেন। মহুয়া প্রেমিকের কাছে বিদায় নিয়ে তার ঠিকানা দিয়ে অতিথি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নন্দার চাঁদ তীর্থভ্রমণের অছিলায় গভীররাতে গৃহত্যাগী হয়। ছয় মাস অন্তরনের পর মহুয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। হুমরা বেদের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাওয়া মহুয়া নন্দার চাঁদকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তাকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু দুজনের সামনে উপস্থিত হল নানা বিপর্যয় ও সমস্যা। এক সাধুর নৌকায় চড়ে নদী পেরোতে গিয়ে সাধু নন্দার চাঁদকে কৌশলে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে মহুয়াকে আয়ত্তে আনতে চাইল। মহুয়া তক্ষকের বিষমিশ্রিত পান খাইয়ে সাধুকে হত্যা করে নদের চাঁদের সন্ধান পান এক সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় নদের চাঁদ পুনরুজ্জীবিত হলে সন্ন্যাসীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার তাগিদে মহুয়া নদের চাঁদকে নিয়ে পালিয়ে যায় স্বামীকে সুস্থ করে ছয় মাস সুখে দিন অতিবাহিত করতে না করতেই হুমরা বেদের কাছে ধরা পড়ে যায়। হুমরা মহুয়া কে বিষচুরি দিয়ে নন্দার চাঁদকে হত্যা করে পালকতপুত্র সূজনকে বিবাহের নির্দেশ দেয়। নিরুপায় ও অসহায় মহুয়া শেষপর্যন্ত আত্মঘাতিনী হয় এবং হুমরার দল নন্দার চাঁদকে হত্যা করে। মৃতদেহ দুটিকে সমাধিস্থ করলে মৃত্যুর পরপারে তারা বঞ্চিত সান্নিধ্য লাভ করল। আর পালং সেই দীপ জ্বলে সেই অমর প্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানেই থেকে গেল।

দস্যু কেনারামের পালা:

দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী ‘দস্যু কেনারামে পালা’টি রচনা করেন। এই গীতিকাটিতে এক দুর্দান্ত প্রকৃতি el0jaL cpɔ কেনারামের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীতে অপুত্রক খেলারাম ও যশোধারা মনসার বরে পুত্র সন্তান লাভ করেন। যশোধারার অকাল প্রয়াণের পর খেলারাম এক বছরবয়সী শিশুপুত্র কেনারামকে মাতুলালয়ে রেখে তীর্থভ্রমণে চলে যান। মামীর কাছেই কেনারাম বড় হচ্ছিল কিন্তু আকাল উপস্থিত হলে মাত্র পাঁচ কাটা ধানের বিনিময়ে মামা হালুয়ার কাছে কেনারামকে ɔaɔɔ করে দেয়। হালুয়া ডাকাত সর্দার। তার সাতটি পুত্র দুর্ধর্ষ ডাকাত। কেনারামও তাদের পদাঙ্ক আনুসরণ করে দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ ঘটে। বংশীদাসের কণ্ঠে মনসার ভাসান গান শুনে মুঁ qu Hhw তার কাছে পাপের পরিনতির কথা শুনে কেনারামের আমল পরিবর্তন ঘটে। সে বংশীদাশের কাছে দীক্ষিত হয়ে মনসামঙ্গল গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবিকার্জন করে। ডাকাতি করে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ সে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। দেবতার বরে জন্ম নিলেও কেনারাম দৈবশক্তির অধিকারী নয়, দস্যুদের মধ্যে বড় হলেও দস্যুবৃত্তি তার জন্মগত ছিল না। তাই মহাত্মার সাহচর্যে শুভবুদ্ধির উদয়ের মধ্যদিয়ে কেনারামের মানসপরিবর্তন শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

abf

- ১। ‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার পালা, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কে প্রতিষ্ঠার আলোয় নিয়ে আসেন।
- ২। দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চন্দ্রকুমার দে কে লোকসঙ্গীত সাংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত করেন।
- ৩। চন্দ্রকুমার দে মল্লয়া, মল্লয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি ২৪ টি পালা সংগ্রহ করেছিলেন।
- ৪। বাকি ১৪ টি পালা নিয়ে ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’ ২য় খন্ড রূপে প্রকাশিত হয়।
- 5z ঙS LjeC fēā "j quj' fjmWC BcnNāLj রূপে বিবেচিত হয়।
- 6z "j yuj' গীতিকাটি মোট ২৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।
- ৭। ‘দস্যু কেনারামের পালা’ NāLjWI IQua; ঙS hwnfpa; Q%cfhaiz
- ৮। ‘দস্যু কেনারামের পালা’ I -মোট ছত্র ১০৫৪ টি। অধিকাংশই মনসা দেবীর গান।



teachinns
Text with Technology

Previous Year Question**NET - JUNE - 2015**

1z প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা থেকে চর্যাকারের নাম ও গুরু সম্পর্কিত উক্তির সামঞ্জস্যবিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক

EŠIŲ ŲŲŲa LŲz

fŲj aŲŲLj

- a) mŲ fŲc
b) ডোষী পাদ
c) LŲŲ² fŲc
d) i ŲŲŲ² fŲc

ŲaŲŲ aŲŲLj

- i) গুরু বোল সে সীস কাল।
ii) সদগুরু বোহে করিহসো নিচ্চল।
iii) ...ŲŲ fŲŲRA Sez
iv) pc...ŲŲ fŲŲŲŲ fŲŲŲSeŲŲŲz

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	i	ii	iv	iii
M)	iii	iv	i	ii
N)	iii	i	ii	iv
O)	ii	iii	iv	i

NET - JUNE - 2016

2z চর্যাগীতি অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

jŲŲŲ - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

kŲŲ² - কেননা তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালের ভাষার কোন ছাপ তার মধ্যে নেই।

সংকেত :-

- L) jŲŲŲ J kŲŲ² cŲ-C ŲŲz
M) jŲŲŲ ŲŲ, ŲŲŲŲkŲŲ² AŲŲz
N) jŲŲŲ J kŲŲ² cŲ-C AŲŲz
O) jŲŲŲ AŲŲ, ŲŲŲŲkŲŲ² ŲŲz

NET - JUNE - 2019

3z ŲkŲŲŲaŲ jŲŲŲŲŲa ŲŲŲŲa টাকার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় যে গ্রন্থে।

- ক) চর্যাগীতিকোষ।
M) ŲkŲŲŲa fŲŲŲŲz
N) ŲkŲŲŲa f' jŲŲŲz
O) ŲkŲŲŲa fŲŲŲŲz

SET – 2017

4z সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’ কে অভিহিত করেছিলেন।

ক) নাট্যগীত শ্রেণীর গীতিকাব্য।

খ) গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য।

ন) গীতিকাব্যের গীতিকাব্য।

ও) গীতিকাব্যের গীতিকাব্য।

NET - JUNE - 2019

5z শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ?

জংহে - একে দেহে মোর হত্র ফিলজ

কেষ - কেননা আসার দেখিলো সব সংসার।

ল) জংহে öÜ, কেষ AöÜ

ম) জংহে AöÜ, কেষ öÜ

ন) জংহে J কেষ c& öÜ

ও) জংহে J কেষ c&-C AöÜ

NET - DEC – 2015

6z নীচের দুটি তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

ফজ অমল

ফজ অমল

a) হরি বিসরল বাহর গেহ

i) ফফফফ z

b) নয়ন কাজল তুঅ অধর চোরাতুল

ii) Lmqj&laiz

c) রোখে দেখিলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে

iii) EvL&Waz

d) ক ল S লপ্ফফফ লপ্ফফce

iv) M&aaz

সংকেত :-

a

b

c

d

ল)

iii

iv

ii

i

ম)

ii

iii

iv

i

ন)

iii

iv

i

ii

ও)

iv

i

iii

ii

NET - JUNE – 2019

7z দুটি তালিকায় বৈষম্য পদাবলীর চারজন কবির নাম ও পদের অংশবিশেষ প্রদত্ত হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্যবিধান করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

Çaafu aji

- a) Qäfc:p
b) ' jec:p
c) গোবিন্দদাস
d) hml:j c:p
- i) কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পল্লু।
ii) kyqj kyqj Al'e - Ol'e Om QmCz
iii) জন বিনে মীন যেন কবছ না জীয়ে।
iv) ঘরের যতেক সব করে কানাকানি।

a b c d

L)	i	iii	ii	iv
M)	ii	iv	iii	i
N)	iii	iv	ii	i
O)	iv	ii	i	iii

NET - JUNE – 2019

৪২ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চতুর্মঙ্গলকাব্যের পাঠ্য অংশ থেকে একটি মন্তব্য ও তার সনর্থনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে a। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

jrhf - এমন বলিয়া সাধু করে অত্যাধাতী, অজয়ের জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি, যেই স্কনে সদাগর ঝাঁপ দিল নীরে। আকা
ভঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে।

keš² - nŕij ʔ ʔ ʔ ʔ abj ʔäfl ʔle ʔhoj p^ˆv jja; Liq I rez

সংকেত :-

- L) j_hhf J k^{s2} cē-C öÜz
M) j_hhf AöÜ d_z k^{s2} öÜz
N) j_hhf J k^{s2} cēC AöÜz
O) j_hhf öÜ d_z k^{s2} AöÜz

NET - JUNE - 2016

9z ভারতচন্দ্রের অনন্যদামঙ্গল অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার যথাক্রমে কয়েকটি ব্যক্তিনাম দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক ESIW 00q'a LIz

fij a;mlj

- a) রামগোপাল
- b) hml ij
- c) pc;nh
- d) nfi j p;cl

0a;mlj

- i) কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনীপতি।
- ii) কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনী।
- iii) কৃষ্ণচন্দ্রের পিসেমশাই।
- iv) কৃষ্ণচন্দ্রের জামাতা।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	ii	iii	i	iv
M)	iv	i	ii	iii
N)	iii	ii	iv	i
O)	i	iv	iii	ii

NET - JUNE - 2019

10z অনন্যদামঙ্গলকাব্যের প্রথম খণ্ডে সভাবর্নন অধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রদের জ্যোষ্ঠাধি ক্রম রক্ষা করে শুদ্ধ উত্তরটি 00q'a LIz

- ক) মহেশচন্দ্র > °i lh0%cf > qlo%cf > nh0%cf
- M) nh0%cf > qlo%cf > মহেশচন্দ্র > °i lh0%cf
- N) nh0%cf > °i lh%cf > qlo%cf > মহেশচন্দ্র।
- O) qlo%cf > nh0%cf > মহেশচন্দ্র > °i lh0%cf

11z 'মানুষ রচিতে নারে এছে গ্রন্থধন্য বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা চৈতন্য' -

বৃন্দাবনদাস সম্পর্কে এই প্রশংসা করেছেন।

- L) Lo-cip Lhl;Sz
- M) nE 0a;f;e%cz
- N) j;id ...Cz
- ঘ) স্বরূপ দামোদর।

NET - JUNE – 2019

12z চৈতন্যভাগবতের আদি খন্ডের অষ্টম অধ্যায় থেকে একটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। উভয়ের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ?

j ħē - তোমার চাপল্য আর দ্বিগুন বারয়ে।

kēś - hup বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।

সংকেত :-

L) j ħē J kēś cē öÜz

M) j ħē öÜ, ħē kēś AöÜz

N) j ħē J kēś cē AöÜz

O) j ħē AöÜ, ħē kēś öÜz

SET -2017

13z কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের খন্ড ও অধ্যায়ের সংখ্যা -

L) 4W Mä, 62W Adfjuz

M) 3W Mä, 62W Adfjuz

N) 4W Mä, 61W Adfjuz

O) 3W Mä, 61W Adfjuz

NET - JUNE - 2019

14z “গনরাজ খাঁ কইল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়। তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ।” - j qifi !

এই কথাটি আছে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার যে পরিচ্ছেদে -

ক) দশম পরিচ্ছেদে।

খ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে।

গ) চতুর্দশ পরিচ্ছেদে।

ঘ) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।

NET - NOV – 2017

15z শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে যে ক্রম অনুসারে কৃষ্ণকৃত কর্মগুলি আছে, সংকেত থেকে তার সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

- a) ধান্যের বিনিময়ে কৃষ্ণের ফল ক্রয় এবং ধান্যগুলির রত্নে পরিনত হওয়া।
 b) Lo· LaL hLip* hdz
 c) কৃষ্ণের পদাঘাটে শকট ভঙ্গ।
 d) Lo· LaL c:hjem fjez

সংকেত :-

- L) a→b→c→d
 M) b→a→d→c
 N) c→a→b→d
 O) d→a→b→a

NET - JUNE - 2019

16z শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষ যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।

jçhf - অবন্তিপুর্নে দ্বিজ নাম উত্তাপন, সর্কশাস্ত্রে বিশারদ জেনে ব্যাস তপোধন।

kš² - চৌষ- বিদ্যা পড়িল তেষ- দিবসে।

সংকেত :-

- L) jçhf öÜ, qç² kš² AöÜz
 M) jçhf AöÜ, qç² kš² öÜz
 N) jçhf J kš² cš-C AöÜz
 O) jçhf J kš² cš-C öÜz

NET - JUNE – 2019

17z দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রানী’ কাব্য থেকে কয়েকটি চরিত্রনাম ও তাদের উক্তি প্রদত্ত হল। উভয় তালিকায় সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধরন করে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর।

fßj a;mlj

Qaß a;mlj

- | | |
|---------------|--|
| a) লোর | i) khL f*H S;ta æøß c*çz |
| b) juej | ii) নারী চোর বনেত রহিতে নাহি ঠাই। |
| c) hjje | iii) নিমেষে চিনিই তোর মর্মে কাম ব্যথা। |
| d) Qçæßl d;æf | iv) ইষ্টমিত্রহীৰ মুই নির্জন কাননে। |

NET - JUNE - 2019

18z “মরিলে শোচন মোর নাহি কদাচিৎ” - আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে কথাটি বলেছেন -

- ক) রত্নসেন
- ম) হুসেন
- গ) গৌরা
- ও) ফকির



teachinns
Text with Technology

Answers

1.	M
2.	L
3.	N
4.	L
5.	M
6.	L
7.	N
8.	M
9.	M
10.	N
11.	L
12.	L
13.	M
14.	M
15.	N
16.	N
17.	L
18.	N

